স্থাপিত:২০০২

সেতু বন্ধন

For Internal Circulation only

Setubandhan

A Newsletter of New Bengal Club - Thane

সংখ্যা: ২৬ ১লা বৈশাখ ১৪২৯ (ইং ১৫ই এপ্রিল ২০২২) *For Internal Circulation Only* **Issue: 26 - Poila Baisakh: 15 April, 2022**

শুভ নববর্ষ

Down Memory Lane

Page 1 From Our Second Edition

(dated 25th Sept. 2003)

- Bengali Coaching
- Meljhol

⇨

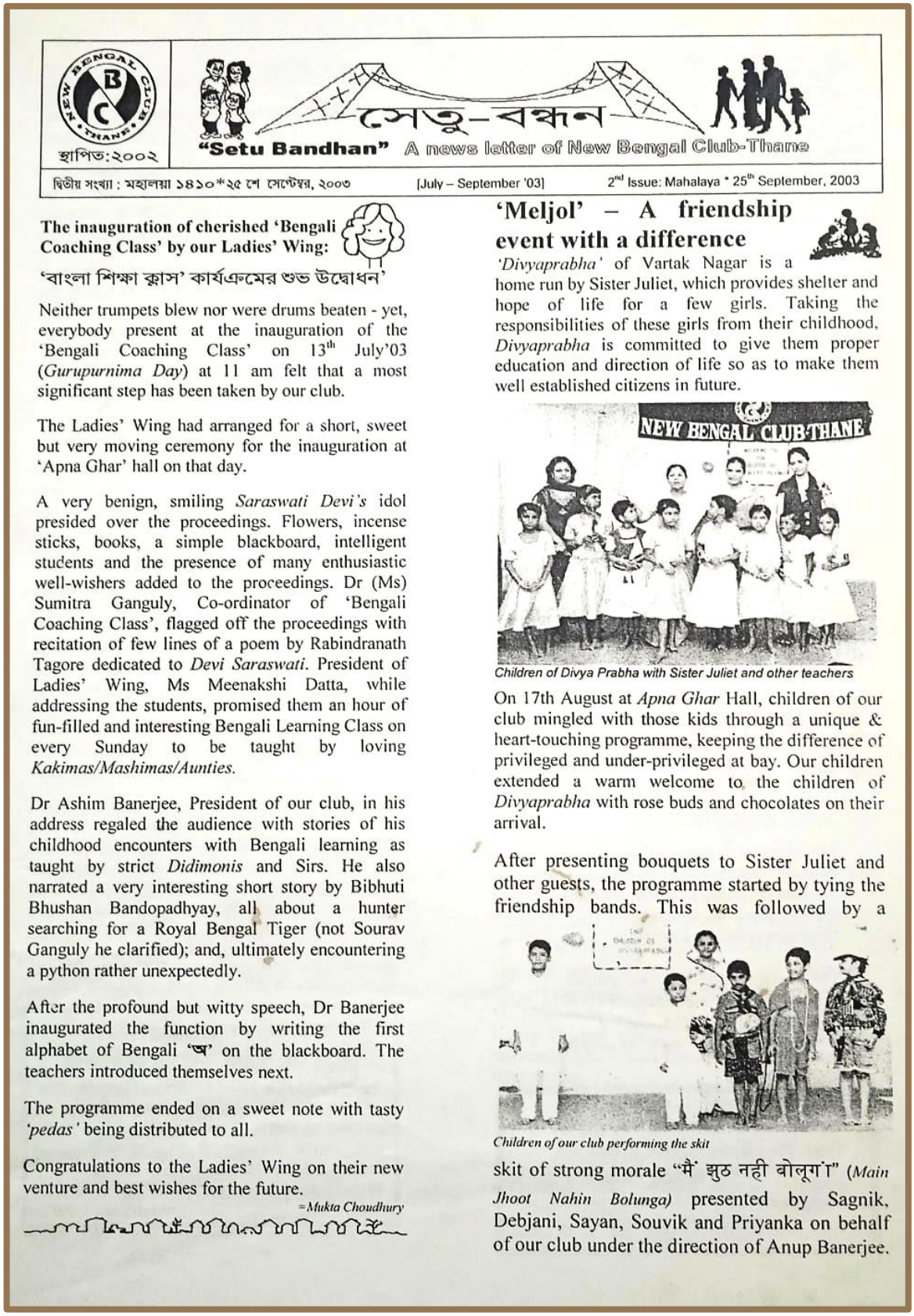

স্থাপিত:২০০২

সেতু-বন্ধন

"Setu Bandhan" A news letter of New Bengal Club-Thane

দ্বিতীয় সংখ্যা : মহালয়া ১৪১০ * ২৫ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ [July – September '03] 2nd Issue: Mahalaya * 25th September, 2003

The inauguration of cherished 'Bengali Coaching Class' by our Ladies' Wing:

'বাংলা শিক্ষা ক্লাস' কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন'

Neither trumpets blew nor were drums beaten - yet, everybody present at the inauguration of the 'Bengali Coaching Class' on 13th July'03 (*Gurupurnima Day*) at 11 am felt that a most significant step has been taken by our club.

The Ladies' Wing had arranged for a short, sweet but very moving ceremony for the inauguration at 'Apna Ghar' hall on that day.

A very benign, smiling *Saraswati Devi's* idol presided over the proceedings. Flowers, incense sticks, books, a simple blackboard, intelligent students and the presence of many enthusiastic well-wishers added to the proceedings. Dr (Ms) Sumitra Ganguly, Co-ordinator of 'Bengali Coaching Class', flagged off the proceedings with recitation of few lines of a poem by Rabindranath Tagore dedicated to *Devi Saraswati*. President of Ladies' Wing, Ms Meenakshi Datta, while addressing the students, promised them an hour of fun-filled and interesting Bengali Learning Class on every Sunday to be taught by loving *Kakimas/Mashimas/Aunties.*

Dr Ashim Banerjee, President of our club, in his address regaled the audience with stories of his childhood encounters with Bengali learning as taught by strict *Didimonis* and Sirs. He also narrated a very interesting short story by Bibhuti Bhushan Bandopadhyay, all about a hunter searching for a Royal Bengal Tiger (not Sourav Ganguly he clarified); and, ultimately encountering a python rather unexpectedly.

After the profound but witty speech, Dr Banerjee inaugurated the function by writing the first alphabet of Bengali 'অ' on the blackboard. The teachers introduced themselves next.

The programme ended on a sweet note with tasty *'pedas'* being distributed to all.

Congratulations to the Ladies' Wing on their new venture and best wishes for the future.

=Mukta Choudhury

'Meljol' – A friendship event with a difference

'Divyaprabha' of Vartak Nagar is a home run by Sister Juliet, which provides shelter and hope of life for a few girls. Taking the responsibilities of these girls from their childhood, *Divyaprabha* is committed to give them proper education and direction of life so as to make them well established citizens in future.

Children of Divya Prabha with Sister Juliet and other teachers

On 17th August at *Apna Ghar* Hall, children of our club mingled with those kids through a unique & heart-touching programme, keeping the difference of privileged and under-privileged at bay. Our children extended a warm welcome to the children of *Divyaprabha* with rose buds and chocolates on their arrival.

After presenting bouquets to Sister Juliet and other guests, the programme started by tying the friendship bands. This was followed by a

Children of our club performing the skit

skit of strong morale "मैं झुठ नही बोलूंगा" (*Main Jhoot Nahin Bolunga*) presented by Sagnik, Debjani, Sayan, Souvik and Priyanka on behalf of our club under the direction of Anup Banerjee.

Page 2 From Our Second Edition

In reciprocation, children of *Divyaprabha* presented three 'group dances' that fetched much applause of the audience.

On behalf of the club, our children presented a Camera and other useful articles for the friends of *Divyaprabha* to Sister Juliet, who did not forget to catch few sweet moments in the camera, may be keeping in mind the saying: *Memories fade – Pictures don't..*

This was followed by an hour-long gossip session of the children of both the organisations, which was really a *'Meljol'*. Children also enjoyed sumptuous snacks sponsored by our hon'ble guest Ms Sheuli Gupta.

The programme ended with vote of thanks by Ms Meenakshi Datta, our Ladies' Wing President. Sister Juliet, Teachers and children of *Divyaprabha* also thanked everybody for this memorable and sincere friendship event.

The programme was organised and steered by the members of our Ladies' Wing of whom Mukta Choudhury, Sachi Chatterjee and Gargi Dev need special mention.

We are also thankful to Sudip Basu, Debashis Basu and Nakul Dev, our members, who came forward voluntarily to meet the major expenses of this memorable event.

Poem ※ কবিতা

"দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে লিখি কবিতা,
আমি যে কবি আমার লেখার আছে স্বাধীনতা" = সুকান্ত

A Journey

Mukta Choudhury

My journey was never an easy one
A journey begun when I took birth,
I looked up, happy to be on this earth
Only to hear "Never mind!
Next time it will be a baby boy''.

The journey ended in my son's house
With a brief role in-between as a spouse;
Tolerated, but not loved –
Yes, the journey was never an easy one.

But today my journey is stopped before begun
To make way for a precious son,
So, I am not allowed to be born and say -
"Yes! The journey was not an easy one."

[This was written in response to the recent spate of articles in the newspapers on female foeticide, female infanticide and gender inequality in India.]

Poem ※ কবিতা

THE CALLING!

Monica Datta

Arise young youth, the time has come
To rise with dawn and never set in,
Free your minds of wealth and pleasures
And, strive for world peace and spiritual treasures.
Be united in achieving all goals –
Come out and help, you need not be moles.

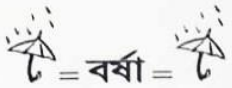

অনুপ ব্যানার্জ্জী

বৈশাখ-জৈষ্ঠ'র গরমে ভাই
প্রাণ যে করে হাঁস-ফাঁস,
তাই, বৃষ্টি বৃষ্টি করি সবাই
ফেলতে স্বস্তির নিঃশ্বাস।

আষাঢ় মাসে নামে যখন, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি
জুড়িয়ে দেয় প্রাণ যে তখন, অনন্য এই সৃষ্টি ।

বেরিয়ে পড়ে ফোল্ডিং ছাতা,
রবার-জুতো আর বর্ষাতি,
আবার, অবিরাম পড়লে ভাবি
নেই কেন এর বিরতি !

যেদিক তাকাও বাইরে
সবই যেন প্যাচপ্যাচে,
ট্রেন লেট আর রাস্তায়
বাস থাকে জ্যামের প্যাঁচে -
ষ্টেশনে লোক উপচে পড়ে,
ট্রেন এলে সব আছড়ে পড়ে;
রাস্তা যেন বসন্ত রুগী,
ট্র্যাফিক নাচে 'বুগী-উগী' -

অফিস -স্কুল-কলেজ যাওয়া আসা
প্রায় নাকানি চোবানি খেয়ে,
তবুও উদ্দীপণা সবার খাসা,
এযে ঢের ভালো গরমের চেয়ে।

শুভ সংবাদ ...Good News
থানে'তে বাংলা বইয়ের লাইব্রেরী
BANGLA LIBRARY–THANE : Provides you with an opportunity to read Bangla Books of eminent authors of your choice with Home delivery & Pick-up facility. Contact for membership at
☎ 2455 3846 or 98217 76679
e-mail: bangla_library@rediffmail.com

।। সম্পাদকের কলম থেকে ।।

শুভ বাংলা নববর্ষের শুরুতেই জানাই আপনাদের সকলকে নিউ বেঙ্গল ক্লাবের শুভ কামনা। আগামী দিনগুলো আপনাদের সুখ আর শান্তিতে ভরে উঠুক।

বিগত ৩ বছর ধরে মানে ১৪২৬, ১৪২৭ আর ১৪২৮ আমরা কোন অনুষ্ঠান করতে পারিনি ভয়াবহ করোনার আতঙ্কে। বিগত কয়েক মাসে আমরা আমাদের নিউ বেঙ্গল ক্লাবের কিছু সদস্যকেও হারিয়েছি। স্বর্গীয় সদস্যদের মৃত আত্মার প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

আশাকরি ১৪২৯ সালে আমরা কিছু করে উঠতে পারব। আমরা আমাদের সংবাদপত্র সেতুবন্ধনের এবছরের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করতে চলেছি।

এই প্রকাশ করার প্রয়াসের সব অঙ্কেই যে আমরা সার্থক এমন দাবি আমরা করতে পারিনা তবে একথা সত্যি যে সার্থকতার কাছে ব্যর্থতা পরাজয় স্বীকার করতে চলেছে।

আমাদের কাছে সংবাদপত্র সেতুবন্ধনের মূল্য অপরিসীম। সংবাদপত্র ভালো কি মন্দ সেটা কোন সংবাদপত্রের মূল্যায়ন হতে পারে না, প্রকাশ করাটাই একটা মহৎ প্রচেষ্টা।

আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি, আমাদের এই প্রয়াসকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য নানারকম সংবাদ, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী , ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কোন স্মরণীয় কাহিনী প্রকাশ করার সুযোগ আমাদের দিয়ে।আমাদের তরুণ সদস্যদের কাছে অনুরোধ তারা যেন আমাদের এই প্রয়াসকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য তাদের হাত বাড়িয়ে দেন।

"দীর্ঘজীবী হোক সেতুবন্ধন , দীর্ঘজীবী হোক নিউ বেঙ্গল ক্লাব"।

(NBC Kali Puja 2021)

(NBC Saraswati Puja 2022)

~ Sibabrata Ray : “Apprehension”

কবিতা

।। নক্ষত্র ।।

~ হরফে: জয়ন্ত দাস

কাঁদছে পৃথিবী আজ তাঁদের স্মরণে,
দিয়ে গেছে প্রাণ যাঁরা আমাদের প্রাণে।
পৃথিবী শুধুই হতো প্রাণহীন গান,
পূর্ণ করেছেন তাঁরা সেই শূন্যস্থান।
গান থেকে অভিনয়, নাচ থেকে খেলা
চারিদিকে বয়ে গেছে প্রতিভার মেলা

শহীদের স্মরণে, যখনি কাঁদি মাগো,
ভেসে আসে সুর, “এয় মেরে বতন কে লোগো”।
প্রেম নিয়ে গান যখন আড্ডার বিষয়,
একসাথে গাই তখন, "এই পথ যদি না শেষ হয়"।
তরুণ কণ্ঠে যখনই জাগে, আবেগ অপার,
তখনই শুনতে পাই, "য়াদ আ রহা হে, তেরা প্যার"।

থাকবে অক্ষত অসংখ্য নাম সিনেমার আকাশে,
"হীরক রাজার দেশে" থেকে "বেলাশেষে"।
অভিনয়ে তুমি অতুলনীয়, অপূর্ব মহিমা তোমার,
যুগ যুগান্তরের প্রেরণা, তুমি দিলীপ কুমার।

নৃত্যের জগতে তুমিই রাজা ধীরাজ,
লহ প্রণাম গুরু বির্জু মহারাজ।
চোখ মেলেই হাসির খোরাক তোমার থেকেই নেওয়া,
হাঁদা ভোদা কিম্বা বাটুল দি গ্রেট, সব তোমারই দেওয়া।
তোমরা বাংলার গৌরব, তোমরা বিশ্ব সেরা,
ফুটবলপ্রেমীর জীবনগাঁথা তোমাদের দিয়েই ঘেরা।

সকলের মনে যারা লিখে গেছে নাম,
তাঁদের স্মরণে আজ জানাই প্রণাম।
আকাশের বুকে সব উজ্জ্বল তারা,
একে একে ক্ষয়ে গেছে, তাই অভ্র সন্তানহারা।
কত নক্ষত্র হারিয়ে গেলো; ছড়িয়ে দিয়ে আলো,
যেখানেই থাকো; প্রার্থনা এই, তোমরা থেকো ভালো।

2021-22 -এ হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্রদের প্রতি NBC-র শ্রদ্ধাঞ্জলি|

।। হারানো দিন ।।

~ গৌতম চ্যাটার্জি

আমার ভাগের কাশ ফুল
কেনো আর দোলেনা বাতাসে ।
আমার ভাগের ইন্দ্রধনুষ
কেনো সেজে ওঠেনা আকাশে ।
আমার ভাগের আশিনে মেঘ
কেনো পাল তুলে আর ভাসেনা।
আমার ভাগের ঝলমলে রোদ
কেনো সোনালী হাসি হাসেনা ।
আমার ভাগের ঐ ভাটিয়ালী
কেনো পাইনা আমি শুনতে ।
আমার ভাগের সব ছড়ানো তারা
কেনো পারিনা আমি তা গুণতে
আমার ভাগের সব শিউলি গুলি
কেনো অঞ্জলি ভোরে আমি পাইনা ।
আমার ভাগের সে ভোরের শিশির
কেনো আর হাতে মুখে লাগেনা ।
আমার ভাগের প্রজাপতি সব
কেনো বলেনা আমায় ধরতে।
আমার ভাগের মৌমাছিরা
কেনো আসেনা গুঞ্জন করতে ।
আমার ভাগের কোকিল কণ্ঠ
কেনো মন টাকে ছুঁয়ে যায়না ।
আমার ভাগের কাঠবেড়ালি
কেনো দুষ্টু চোখে আর চায়না,
তাকেও তো আমি দেখিনা এখন
দুরে লুকিয়ে ও ভাবে দেখতে ।
আমার এই অনন্ত অপেক্ষা
আর কত দিন পারবো রাখতে ।

কবিতা

।। সে এসেছিল।।

~ ঝুমা দত্ত

আমার ভালোবাসার ফুলে ভরা সাজিটি
সযত্নে রেখেছি তুলে,
সে আসবে বলে।
নিজেকে রাঙিয়েছি এক নতুন রঙে,
সে ভালোবাসবে বলে।
বাগানের দোলাটি সাজিয়েছি অসংখ্য ফুলে,
আজ চাঁদনী রাতে দুজনে পাশাপাশি বসবো বলে।
দেখতে দেখতে কেটে যায় বেশ কয়েকটি প্রহর।
শুধু প্রতীক্ষায় মগ্ন আমি,
সে আসবে কখন ?
হ্যাঁ - সে এসেছিল , সামান্য রাত ছিলো বাকি
আকাশের চাঁদ ক্লান্তিতে ঢুলে পড়েছিল মেঘের কোলে ,
সে এসেছিল- বাসি ফুলের মালা নিয়ে হাতে।
তার বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপ বুঝিয়ে ছিল - সে ক্লান্ত।
বসেছিল বাগানের দোলাটিতে ,
কিন্তু আমি নেই পাশে।
তার প্রায় মুদ্রিত আঁখি দুটি যেন ছুটি পেতে চায় আমার কাছে।
সে বাজিয়েছিল বীণা কম্পিত হস্তে।
কালিঙগারার ধ্বনি যেন সবটাই সুরহীন।

অবশেষে শ্রান্ত পায়ে এসেছিল
সেই ভালোবাসার সাজি থেকে একটি ফুল তুলে, পরিয়ে দিতে আমার কবরীতে।
কিন্তু না - আমি দিইনি তা হতে ,
স্পর্শ করতে দিইনি ওই অপবিত্র হাত আমার ফুলের সাজিটিকে।
হৃদয় আর্তনাদ করে উঠেছে,
তবু আমি ফিরিয়ে দিয়েছি তাকে। বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানি মুহূর্তে
বিদীর্ণ করেছে আমার অন্তর।
তবু আমি সাড়া দিইনি তার ডাকে।
সে চলে গেছে, শূন্য গৃহে আমি একা , সামনে পড়ে আছে আমার ভালোবাসার সাজিটি।
সে এসেছিল - আমি ফিরিয়ে দিয়েছি তাকে।

~ Malabika Bose : “Motherhood of Transgender”

I'm home

~ Sangramjith Mukherjee

Cover your eyes, I have a present for you!
The words we'd die to hear when we were two or maybe even twenty two,
The fragrance of the people we love,
Sometimes I feel to send you the letters with a dove.

The rain used to just flow on my skin,
As I wanted to wash away all the sins,
My heart used to throb in a good way,
Watching you all happy I used to pray,
Pray for a better tomorrow,
Pray for a life without sorrow.

But today I am just missing you a little too much,
On the special occasions, special days, I cried a little too much,
But, all of this is for you all,
I always keep that in mind when I came here in Fall.

I know one day I am going to make you all proud,
Succeed in it, without a doubt,
I promise to discard the problems away,
I promise to clear your way.

I know it's tough to be far from home,
But what's crazy is our courage to overcome the struggles and look how we have grown,
We should be proud about ourselves for who we were and who we have become,
Whenever I think about it I become numb.

I am just waiting for the day I say this you,
Cover your eyes, I have a present for you!
And my voice would break while tears brushing through my cheeks,
While my hand sweeps,

I'm always home, mom,
Even through thunder even through storm,
I'm always strong, dad,
I promise to be the best lad.

But one thing I is true,
Now, I don't want any presents from you,
Just a conversation with you makes the problems go away,
I'm a poem guy but I will write you an essay.

So, to all the people far away from their family,
All this is temporary,
Time will fly,
So will you,
Trust the process and the your steps,
Because these steps are your journey,
Sometimes exciting and sometimes corny.

Mother – The Unsung hero

~ Sinchan Mukherjee, STD 10

The sweet soft eyes,
Reflect the past of sacrifice;
The heartfelt love, I wonder why?
Enlivens me to strengthen the tie;
She who cradled me to deep sleep,
Has taught me to leap over I that weep;
Many a time she scolds us though!
Its love that matters to us, you know;
She the one who led me through the shadow,
Has taught me how to befriend a foe.

~ Rakhi Chanda : Misty Morning (ভোরের আলো)

।। বাউলের দেশ বীরভূম।।

~ শিবচাঁদ পাল

বৈষ্ণব ও সুফী ধর্মমত প্রভাবিত মানবতাবাদী ও গুরুবাদী সঙ্গীত সাধক সম্প্রদায় বাউল নামে পরিচিত ও খ্যাত। এদের বিশ্বাস "অথিকগুরু,পথিকগুরু, গুরু সর্বজন "। দেশ বিদেশে "মনের মানুষের সন্ধান করে "। ভাবের গানে দেহবাদী সহজ প্রেম সাধনায়। বীরভূমের বাউল ও বাউলগান প্রাচীন লোকসংস্কৃতি ও লোকসঙ্গীতের এক অপূর্ব ঘরানা যা আজও বিশ্বের রসিক মনের খোরাক।

প্রায় তিনশো বছরের ও বেশী সময় ধরে বাউলগানের সাধনার তীর্থক্ষেত্র এই বীরভূম জেলার জয়দেব-কেন্দুলি, দুবরাজপুরের পাহাড়েশ্বর, পানুড়িয়া,শিবরাউতাড়া, সাঁইথিয়া, সিউড়ির কেন্দুয়া, শঙ্করপুর,বোলপুর,গোখরুল,কোটাসুর, দেয়াশ-চাঁদপুর প্রভৃতি জায়গার আখড়াগুলো। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায়,পৌষ সংক্রান্তি পার্বনে জয়দেব-কেন্দুলির মেলায়,শ্রীনিকেতনের কৃষিমেলায় (হল-কর্ষণ উৎসবে),শিবরাত্রির গাজন উৎসবে কলেশ্বর ও বক্রেশ্বরমেলায় নানান্ প্রান্তথেকে আসা বাউল সাধকদের সমাবেশে এইসব আখড়াগুলো মুখরিত হয়ে ওঠে রসিক মনের মানুষদের হৃদয়ের ও মনের মনিকোঠায় সুপ্ত দেহতত্ত্বের সব জানালাগুলো খুলে দেবার জন্য।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক নবনীদাস ক্ষেপা বাউল,হালাবাবা বাউল,চিন্তামনি বাউল প্রমুখের গানগুলো ছিল ভাবের গান।

যেমন----"চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে / আমরা ভেবে করবো কি".....

"ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম/ আমরা ভেবে করবো কি".....

বোলপুর শ্রীনিকেতনের কুঠিবাড়ির সামনে নবনীদাস বাউলের গলায় এমন উদাসী বাউলগানের সুর শুনে সেদিন কবিগুরু ও কুঠিবাড়ির বারান্দায় বেরিয়ে এসে মাথাদুলিয়ে মনপ্রানভরে সেই উদাসী বাউল গানের স্বাদ উপভোগ করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন নবনীদাস বাউলের কাছে একটা গ্রামের সাধারণ হেলায় পড়ে থাকা মানুষ এমন সব আশ্চর্য সুন্দর কথার বুনোট তৈরি করে কিভাবে! যেসব শব্দদিয়ে মানুষটিগান বাঁধছেন সেসবের অর্থ কি তিনি জানেন! তাই ঐ সুর, তাল,ছন্দ আর একতারা যন্ত্রটির শব্দের নাচন,গানগুলির বোল কবির মনে এক অদ্ভুত আলোড়ন

তুলেছিল। কবি বন্ধুবর ক্ষিতিমোহন বাবুকে বাউল সম্প্রদায়ের ও তাদের গানগুলোর সংগ্রহ পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্যই এরপরে তার নিজের গানের কথায় বাউলগানের সুরের মাত্রা সংযোজন করেছিলেন।

এর ফলে প্রায় তিনশো বছর মুখ লুকিয়ে থাকা বাউলসেই প্রথম আলোয় এল। নগর সভ্যতার আলোকে আলোকময় হয়ে উঠল মলিন বাউলসম্প্রদায়ের গ্রামকেন্দ্রিক লোকসঙ্গীত ও লোকসংস্কৃতি। প্রত্যন্তে পড়ে থাকা বাউলগান মানুষের হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠল। ব্রাত্য নির্জন বাউল সার্বজনীন হয়ে উঠল ক্রমে ক্রমে। দেশে বিদেশে সমাদৃত হল। বিদেশের নানান্ ধর্ম ও ভাষাভাষীর মানুষের হৃদয়ে একতারার ছন্দের স্পন্দন ঘটালেন বাউল সম্রাট পূর্ণদাস বাউল,বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরের কেন্দুয়া রক্ষাকালীতলার সাধু বাউল নবনীদাস বাউলের জেষ্ঠ্যপুত্র। পৃথিবীর একশ চল্লিশটি দেশের সঙ্গীতের আসরে অগনিত মানুষের মনজয় করেছেন দীর্ঘ দিন ধরে বাউলের ছেলে, ভিখারির ছেলে লোকসঙ্গীতের তথা শুদ্ধ বাউল সম্প্রদায়ের সম্রাট খেতাবধারী পূর্ণদাস বাউল।
আমেরিকা,রাশিয়া,প্যারিস,জাপান,অষ্ট্রলিয়া প্রমুখ দেশে বাংলার তথা ভারতের লোকসঙ্গীতের বীজ বপন করেন এই খ্যাতনামা বাউল সাধক।

।। বাউলের দেশ বীরভূম।। (page 2)

এরপর সুধীর দাস বাউলের গলায় জয়দেব-কেন্দুলির মেলার আখড়ায় ধ্বনিত হোল------

1)"পীরিতি কাঁঠালের আঠা লাগলে পরে ছাড়ে না/গোলেমালে গোলেমালে পীরিত কোরোনা।".....

2)"দেশ বিদেশের মানুষগো যাও এ বীরভূম ঘুরে /

যেথা বৈরিগী আকাশের তলে

মন মাতে বাউলের সুরে".....

সুললিত সুচর্চিত সুরেলা গলায় সুরেশ জনপ্রিয় কন্ঠ নিঃসৃত এইসব লোকগান আজ ও আপামর মানুষের মনকে উদাসী বাউল কোরে তোলে।

"বাউল বাউল করে আমার মন/ আমি বাউল হইতে পারিলাম না।".....

অথবা

"এমন মানব জনম আর হবে না/ যা করার করো ত্বরায়"।.....

 দয়াময় দাস বাউলের সুধা ঢালা গলার এই গান বীরভূমের ট্রেনযাত্রীদের শুধু নজর নয় মন ও কাড়ে প্রতিনিয়ত।

এরপরে আধুনিকীকরণ হল প্রান্তিক বাউল গানের সুর,তাল ও ছন্দে একতারার সাথে এক মিশ্রধারার গতিতে।কেন্দুলির শ্যামদাস বাউলের আখড়ায় পল্টু দাস বাউলের গলায় নবরূপে ধ্বনিত হোল--

"সখীরে কেমনে যাইব অভিসারে/ মাথা গাঁথা আছে বাকি/সে নাগর জানেনা কি/

তবু কেন ডাকে বারে বারে?/

সখীরে কেমনে যাইব অভিসারে".....

সাধু ও উদাসী বাউলসমাজে প্রশ্ন উঠল এ কেমন বাউল গান?

শ্যামাদাস বাউলের মতে এসব বাউলগান হোল রং বাউলগান ---মানে এসব ভাবের বাউল গান নয়। এ ভাব-ভালবাসার গান। এর কারণ হলো এরা উদাসী বাউল নয়, এরা গৃহী বাউল।তাই এদের গানের বাঁধনে ভাবের (দেহ তত্ত্বের) চেয়ে ভাব-ভালোবাসার বাঁধন জোরালো। পরবর্তী কালে লক্ষণদাস বাউল, দেবদাস বাউল,ভরত দাস বাউল,কার্তিক দাস বাউল প্রমুখ বাউলগানের বর্তমান ধারক ও বাহক হিসাবে নিজেদের নিয়োজিত করে চলেছেন।

ভারতীয় তথা বিশ্বসঙ্গীতের আঙ্গিনায় বাউলগান (লোকসঙ্গীত) ও আজ এইসব বাউল সাধকদের সযত্ন প্রচেষ্টায় রোগ্য আসন লাভ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো আবকাশ নেই।

।। একজন শহুরে বধূর আত্মস্মৃতি রোমন্থন।।

~ সুমন দত্ত

মেয়েটির নাম ভাগ্যশ্রী। বর্তমানে বীরভূম জেলার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে তার বসবাস। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানেই এই গ্রাম্য জীবন যাপনে সে ভীষনই ক্লান্ত , জীর্ন, অবসাদগ্রস্থ; সর্বদাই ভারাক্রান্ত মনে সে তার পুরনো দিনের শহুরে জীবনের স্মৃতিচারণায় বিভোর হয়ে থাকে।

এর আগে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ভাগ্যশ্রীর বাসস্থান ছিল স্বপ্নের মায়ানগরী মুম্বাই, সেই পুরানো জীবনযাত্রা তার কাছে আজ শুধুই একটা স্মৃতি। এখন রোজ সকালে মুখ ধোয়ার সময় ভাগ্যশ্রীকে দুটো জিনিসের সাহায্য নিতে হয় না—ব্রাশ আর সুগন্ধি পেস্ট;—তার বদলে একটাই সরঞ্জাম—বিনে পয়সায় কুড়িয়ে আনা নিমের দাঁতন। প্রাত:রাশে নেই কোনো theobroma- র বাহার, নেই কোনো leopold এর আহার। আছে শুধু শুকনো মুড়ি আর কয়েকটা চ্যাপ্টা বাতাসা । বাতাসার আকার দেখে ভাগ্যশ্রীর মনে পড়ে যায় wanakkum– এর mini Idli –র কথা। মুম্বাই থেকে নিয়ে আসা অভিনব গীয়ার ওয়ালা cycle, এই গ্রামে চালানোর উপায় নেই। চাকচিক্যময় সেই cycle দেখলেই গ্রামের সব কাচ্চা-বাচ্চারা উলঙ্গ অবস্থায় 'মাসী ..... মাসী' বলে ছুটে আসে আর cycle ধরে টানতে থাকে, পড়ে যাবার মত অবস্থা –এ যে ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। ভাগ্যশ্রী প্রতিদিন মুম্বাইতে রঙিন Tiles ওয়ালা swimming pool এ সাঁতরে অভ্যস্ত, আর এখন তাকে স্নান করতে হচ্ছে এঁদো পদ্মপুকুরে , যেখানে দুপায়া আর চারপায়া জীব সবাই একইসাথে স্নান সেরে নেয়। ভাগ্যশ্রী কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে, যেই চার পায়ার দুধ সে এত দিন খেয়েছে, তার সাথে একদিন একই পুকুরে স্নান করতে হবে। ভাগ্যের একী কঠিন পরিহাস!

এবার মধ্যাহ্নভোজের পালা– ভাত, শুকতো আর কচুর তরকারি— Aristocracy বলে কিছুই নেই। এখানে নেই কোনো kitty party, নেই China Bistro আর Ranglaa Punjab. এসব যেন ক্রমাগত ভাগ্যশ্রীকে হাতছানি দিয়ে ডাকে আর পাঠিয়ে দেয় পুরনো স্মৃতির অন্ধকারে।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ির পাশে চালাখড় ওয়ালা দোকানে ফাটা কাঠের বেঞ্চে বসে ভাগ্যশ্রী যখন মাটির ভাঁড়ে চা নিয়ে চুমুক দেয়, তখন তার মনে পড়ে যায় সেই Chaayos এর কথা। কোথায় সেই কোলাহল মুখরিত Chaayos , আর কোথায় এই কালুর মাটিতে গোবর লেপা চায়ের দোকান। ধীরে ধীরে

luxury যেন তার জীবন থেকে বিদায় নিতে বসেছে। কোথায় আলো ঝলমলে Haiko Super Market আর কোথায় টিম টিমে হরিবাবুর মুদিখানার দোকান!

পরের দিন.....

আজ সকাল থেকে ভাগ্যশ্রী মন খুব ফুরফুরে——আজ বহুদিন পর গ্রামের এক বাড়িতে সে সপরিবারে আমন্ত্রিত। আজ সে খুবই উত্তেজিত——কি পরবে ? কিভাবে সাজবে? কিসে করে যাবে? নিজের সব শাড়ি/ব্লাউজ খাটের উপর স্তূপাকৃত করে রেখেছে; কিন্তু এ কী?..... সবই তো হাত ছেঁড়া , পিঠ অনাবৃত fashionable মুম্বাই স্টাইলের ব্লাউজ! এই ব্লাউজ কি এখানে পরা যাবে? কারণ এখানে তো সবার সম্পূর্ণ পিঠই অনাবৃত! আর সাজ গোজ,—বাড়ীর 5 km এর মধ্যেও কোন বিউটি পার্লার নেই। আজ প্রায় তিন মাস হল কোন পার্লার–এর সংস্পর্শ না পাওয়ায় ভাগ্যশ্রীর ত্বক সুন্দরবনের আদিবাসী মহিলাদের ত্বকের রূপ ধারণ করেছে। নেমন্তন্ন বাড়ি যাবার বাহন হিসেবে আজ নেই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত জার্মান গাড়ি; আছে শুধু ধুলোবালি জর্জরিত একটি ভাড়ার টোটো গাড়ি;

এভাবেই ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে ভাগ্যশ্রীর গ্রামে থাকার সমস্ত স্বপ্ন; থাকছে পড়ে শুধু একগুচ্ছ পুরনো স্মৃতি যেটা প্রায়ই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, আর সৃষ্টি করে এক অন্তহীন ভয়াবহ শূন্যতা।

~ Kakoli Mazumdar : Two Friends, a friendship that stood the test of time

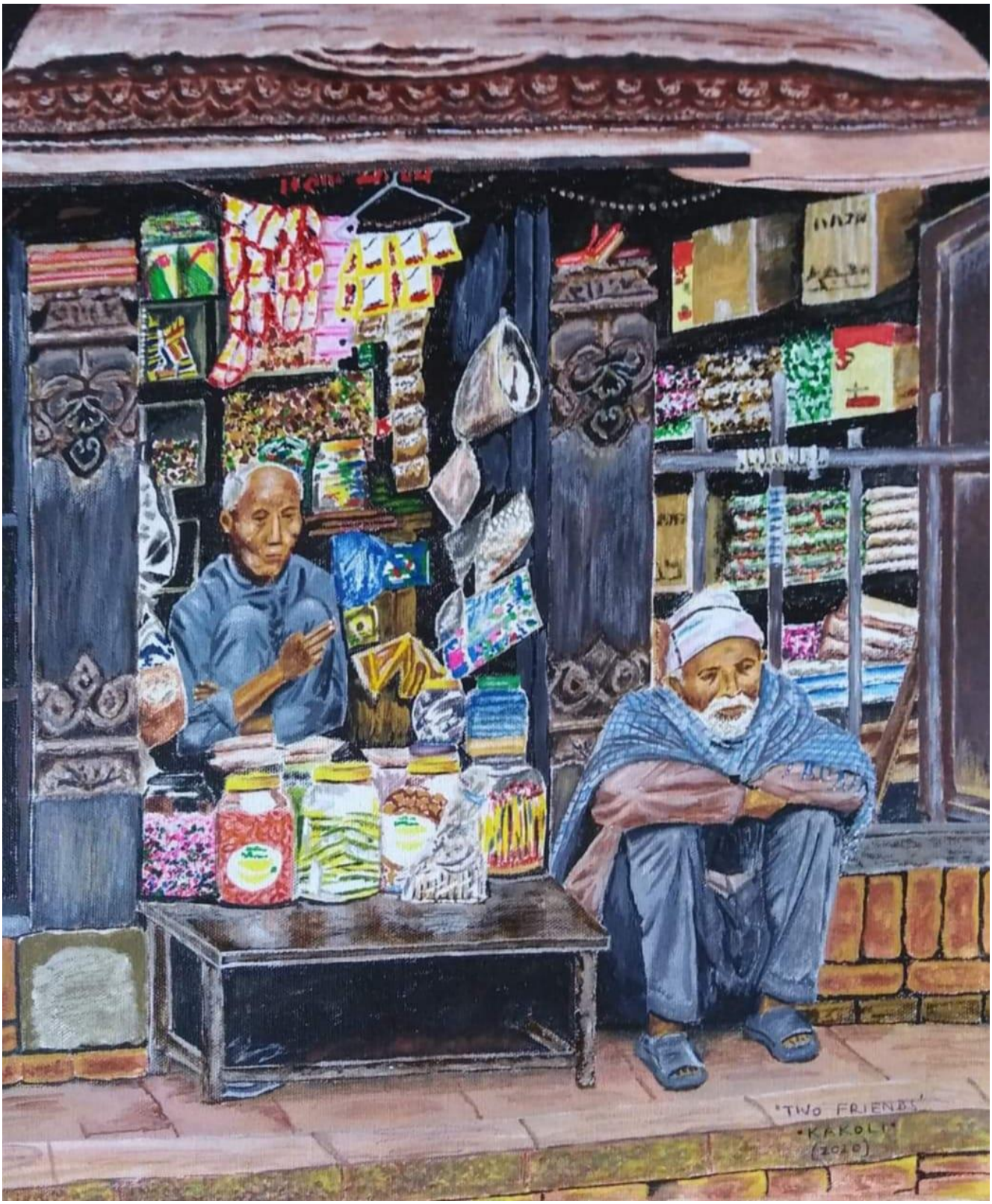

।। হারিয়ে যাওয়া গেটের আড্ডা ।।

~ পূর্ণেন্দু খাঁ

ক্রিং ক্রিং ..... ক্রিং ক্রিং ....

হ্যালো ... রঞ্জিত ? বলো .....

মানু শোনো , আজ সন্ধ্যে ছটার সময় !

ঠিক আছে ।

ক্রিং. ক্রিং . ক্রিং.. ক্রিং....

হ্যালো অনিল , আমি মানু বলছি । আজ সন্ধ্যে ছটার সময় ।

কি? ভাবছেন তো এরা কারা ? তাহলে শুনুন.....

আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগের ঘটনা । কোভিড-১৯ এর আগের জীবন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা গতানুগতিকভাবে চলছিল । শিশুরা বাগানে নিয়মিত মায়ের সঙ্গ পেত, সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে ভেসে যেত । আর বয়স্করা নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হত নির্দিষ্ট স্থলে । সবমিলে সামগ্রিক সামাজিক জীবন অনেক সুখের ছিল । আমারও বিকেলটা একটা ছন্দে এসেছিল । আমার স্ত্রী মৈত্রেয়ীও ওই ছন্দের অধীনে এসে গিয়েছিলো । বিকেল হলেই তাড়াতাড়ি অফিস গুটিয়ে নিতাম । অফিসফেরৎ পথে ট্র্যাফিকে ছটফট করতাম - ফোর্ট এলাকা অতিক্রম করে , ফ্রীওয়ে ক্রস করে, চেম্বুর ছেড়ে ইস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়েতে গাড়ি দ্রুতগতিতে চলত, অস্থিরতা ক্রমশঃ বাড়ত। কখন পৌঁছাবো, বিজয় পার্কের গেটে। ভাবতাম , আজ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গুলো শুনতে পাবো তো? যদি না পাই , তাহলে হয়তো হারাবো অমূল্য জ্ঞান।

এই জ্ঞান বা তথ্য বইতে পাওয়া যাবে না । এটা এক প্রকার tacit knowledge, অর্জন করা সম্ভব একমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে | এই ধরনের জ্ঞানের অভিজ্ঞতা সাধারণত অবসর গত শ্রমিকের সাক্ষাৎকার বা ভিডিও করে তার দক্ষতাকে প্রদর্শনীতে পরিণত করা হয় পরবর্তী প্রজন্মের জন্য । এই জ্ঞানের হাতছানি , বিজয় পার্ক গেটে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর অভ্যাসে পরিণত করে দিল ।

ভাবছেন বিজয় পার্ক কী তাই তো?

বিজয় পার্ক হল আমাদের সোসাইটি , যেখানে আমি ২১ বছর হল আছি । গেটে ঢোকার বাঁদিকে একটি সিমেন্টে বাঁধানো বিশ্রামাগার তৈরি হয় বেশ কয়েক বছর আগে । ছোট্ট হলেও জায়গাটি বেশ পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন ,যার তিনদিক খোলা । বসার সুব্যবস্থা আছে । সঙ্গে আছে আলো , পাখা ও সংবাদপত্র । এই সেই জায়গা যেখানে পড়ন্ত বিকেলে আড্ডা শুরু হত।

বাঙালি মানেই আড্ডা , আর আড্ডা মানেই বাঙালি - একথা তো নতুন নয় । মাছে- ভাতে বাঙালির মত ,আড্ডায়- গল্পে বাঙালির সুনাম সর্বজনবিদিত । এই আড্ডাটি ছিল জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের এবং এই জ্যেষ্ঠ নাগরিকরাই হলো আমার গল্পের শুরুর চরিত্ররা- দুই রঞ্জিত , মানু , অনিল , সুকুমার ,খগেন , অমিয়, বিথীকা , ঝর্না , কল্যাণী , শ্যামাশ্রীতা, ইন্দ্রজিৎ, সুভাষ , উমা এবং পার্বতীশঙ্কর । ঝলমল করত আড্ডার জায়গাটা ।

জম্পেশ করে একসাথে বসে আড্ডা হত, সঙ্গে টুকটাক মুখ চালানোর ব্যবস্থাও থাকত । পথচারী ও থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হত । দূর থেকে মনে হত ভীষণ যুক্তিতর্ক চলছে । তাঁদের চেহারায় , চোখে-মুখে ,অভিব্যক্তি অসাধারণ । প্রাণবন্ত বিরোধিতা , আলোচনা চলত - মনে হত জীবন হাসছে । যেন চাপমুক্ত জীবনের সমাগম হয়েছে ।

।। হারিয়ে যাওয়া গেটের আড্ডা ।। (page 2)

এই জ্যেষ্ঠ নাগরিকরা সকলেই ষাটোর্ধ্ব । সকলেরই জন্মস্থান , বাল্যকাল ও চাকরিজীবন আলাদা আলাদা শহরে কেটেছে । নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতার স্তরও প্রশংসনীয় । আলোচনার বিষয় কখনো রাজনীতি , কখনো ধর্ম , নানান পূজা-পার্বণ , বাংলার সংস্কৃতি , কখনো আবার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব নেতাজী, রবিঠাকুর, স্বামীজি, কখনোবা ফুটবল-ক্রিকেট ।কখনো বা কেউ গান গেয়ে উঠতেন । ভাগ করে নিতেন নিজেদের বাল্যকাল ও চাকুরীজীবনের অভিজ্ঞতা।

ওঁদের সঙ্গে বসা, ওঁদের কথোপকথন শোনা , আমার স্ত্রী ও আমার দুজনেরই অভ্যাসে পরিণত হয় । কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত কে আমরা ছবি বা ভিডিও করে সযত্নে রেখে দিয়েছি । আলোচনা যখন তুঙ্গে আর নিজের যুক্তি পরিবেশনায় যখন সকলে ব্যস্ত , বিষয়টি যখন উপসংহারে পৌঁছচ্ছে না ,তখনই রঞ্জিত কাকু (প্রয়াত শ্রী রঞ্জিত চ্যাটার্জী) বলে উঠতেন - “ মানু , আমি সকলের বড় ,তোমার থেকে দু বছরের বড় । আমার যুক্তি মেনে নাও । আর এই বিষয় টা এখানেই শেষ । চলো নতুন বিষয়ে যাওয়া যাক”।

মানু, আমার শ্বশুরমশাই - শ্রীযুক্ত ভূদেব প্রামানিক। উনি আসলে সহজে সবকিছু মেনে নিতে চান না । আর সেটাই ওঁদের আলোচনাকে আরো বেশী মজাদার এবং পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেত। উনি জন্মগ্রহণ করেন সিঙ্গাপুরে। ভারত তখন ব্রিটিশ অধীনে। কর্মসূত্রে ওঁনার বাবার সিঙ্গাপুরে বসবাস। নেতাজি তখন গেছেন সিঙ্গাপুরে। সেসময় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ওনার মা, দুইবোন আর ওনাকে নিয়ে , জাহাজে করে জাভা , সুমাত্রা , বোর্নিও হয়ে একমাস জলপথে যাত্রা করে , প্রথমে মাদ্রাজে ও পরে কলকাতায় ফেরেন ট্রেনে করে । পরবর্তীকালে আমার শ্বশুর মশাইয়ের পড়াশোনা ও চাকরি কলকাতাতেই । উনি অনেক কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী- ক্রিকেট,ফুটবল ,হকি আর রাজনীতি. এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রামীকেও দেখেছেন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে P.W.D. তে চাকরি করার সুবাদে কলকাতা শহরের অনেক কিছুই ছিল তার নখদর্পণে । উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল ইডেন গার্ডেন, রাইটার্স বিল্ডিং , কোলকাতা মেডিকেল কলেজ , ভিক্টোরিয়া, ন্যাশনাল লাইব্রেরী ইত্যাদির সংস্করনে।

ইডেন গার্ডেনে পোস্টিং থাকাকালীন সাক্ষাৎ করেছেন পতৌদি, কপিলদেব, ডন ব্র্যাডম্যান, ভিভ রিচার্ডস, ইমরান খান , মিয়াঁদাদ - অর্থাৎ সেই সময়ের সব দুঁদে

খেলোয়াড়দের ।সাক্ষাৎ করেছেন বিখ্যাত ফুটবলার পি.কে. , চুনী গোস্বামী, শৈলেন মান্নার মত লোককে । সাক্ষাৎ ঘটেছে ফুটবলের রাজা পেলের সঙ্গে। দেখেছেন আপ্পারাওকে। সরোজিনী নাইডু কে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার সুযোগ পেয়েছিলেন । সাক্ষাৎ করেছিলেন বিনোবা ভাবে কে।

রঞ্জিত কাকু(শ্রীযুক্ত রঞ্জিত চাটার্জী) বনফুলের ভাগ্নে। চাকুরী জীবনের সঙ্গে সঙ্গে , সঙ্গীত জগতের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি । পৈতৃক বাড়ি পুরুলিয়াতে । কর্মসূত্রে আসানসোলে থাকতেন । খুবই রসিক ছিলেন রঞ্জিত কাকু। নিজে গান লিখে তাতে সুরারোপ করতেন । তাঁর নিজের লেখা গান তাঁর নিজের কণ্ঠে শুনেছি “ লাল মাটি উৎসব ও গান মেলাতে",উদ্বোধনী সংগীত হিসাবে । এই লালমাটি উৎসব ,নিউ মুম্বাই এর বেলাপুরে হয়ে থাকে প্রতিবছর ,ওঁর ছেলে রাজশ্রী চ্যাটার্জীর উদ্যোগে । গত বছর রঞ্জিত কাকু আমাদের সকলকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য পরলোকগমন করেন । তিন বছর আগে শেষ দেখা এই উজ্জ্বল ,প্রাণবন্ত মানুষটির সঙ্গে। কিছু মানুষ থাকেন, যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মনের মধ্যে বিশেষ ভাবে দাগ কেটে যায় । রঞ্জিত কাকু সেই রকমই একজন মানুষ । নব্বই বছর বয়সেও এরকম প্রাণখোলা , আড্ডা অনুরাগী , হৈ হৈ করে সকলের সঙ্গে সময় কাটানোর মত মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ ,আজকাল আর তেমন চোখে পড়ে না ।

এই আড্ডার আরও দুই প্রবীন সদস্য , প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রোতা - শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি ও শ্রীযুক্ত সুকুমার সরকার - এমনি করেই আমাদের কাঁদিয়ে বিদায়

।। হারিয়ে যাওয়া গেটের আড্ডা ।। (page 3)

নেন। সুকুমার কাকু কম কথা বলতেন কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ইন্দ্রজিৎ কাকু কর্ম সূত্রে ছিলেন কেনিয়াতে। বিদেশে থাকার সুবাদে প্রচুর বিদেশী রান্না উনি জানতেন। আর রান্না করা ছিলো ওঁনার শখ। নিজের হাতে রান্নার রেসিপি লেখা খাতা রেখে গেছেন। অক্টোপাসের মাংস প্রথম খেয়ে ছিলাম ওঁর বাড়িতে - নিজে রেঁধে খাইয়েছিলেন।

অমিয় কাকু , শ্রীযুক্ত অমিয় ব্যানার্জি আসতেন জামশেদপুর থেকে ছেলের বাড়িতে। অনিল কাকু , শ্রীযুক্ত অনিল ঘোষ আসতেন কাটিয়ার বিহার থেকে মেয়ের বাড়িতে। ইন্দ্রজিৎ কাকু শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিত দাস , উড়িষ্যা থেকে আসতেন মেয়ের কাছে। ভালো গান করেন। আসাম থেকে আসতেন খগেন কাকু, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ দাস। তিনি আসতেন তাঁর ছেলের কাছে। খগেন কাকু ও কর্মজীবনের পাশাপাশি সাহিত্য জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর এখন পুরো সময়টাই তার কেটে যায় সাহিত্য চর্চা নিয়ে। কলকাতা থেকে সুভাষকাকু , শ্রীযুক্ত সুভাষ সাহা মাঝে মাঝে আসতেন, কারন বিজয়পার্কে তাঁর একটি ফ্ল্যাট আছে। এইভাবে সকলেই বছরে একবার বা দু'বার আসতেন।

প্রবীনদের এই আড্ডার আরও সদস্য ছিলেন উমা কাকিমা, কল্যানী কাকিমা আর ঝর্ণা কাকিমা। উমা কাকীমা গানের শিক্ষিকা ছিলেন। কল্যানী আর ঝর্না কাকীমা মাঝে মাঝে জলখাবার বানিয়ে আনতেন। আরও একজন নিয়মিত সদস্য ছিলেন - তিনি আমাদের সকলের মাসিমা ,ছোট-বড় সবার। তিনি ডক্টর শ্রীমতি শ্যামাশ্রীতা মুখার্জি - শিক্ষিকা ছিলেন, লেখালেখি করতেন। সংস্কৃততে এম.এ। শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর বই লিখেছেন তিনি। বার্ধক্য আজ তাঁকে গ্রাস করেছে। এখন আর বাড়ি থেকে বেরোতে পারেন না।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষে সকলে ফিরে যেতেন। মনে পড়ে শেষ দিন একটি বিদায় সভা হত- কেউ উপহার আনত, কেউ প্রিয় বন্ধুদের জন্য মনের মতো খাবার আনত। সর্বশেষে একে অন্যের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় নিত। স্নেহভরা সেই বন্ধন না দেখলে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার স্ত্রী একটি অটোগ্রাফ বুক দেন ঐদিনে, যেখানে সকলে নিজের হাতে তাঁদের আড্ডার অভিজ্ঞতা লিখেছেন| ওঁনাদের স্বর্ণাক্ষরে লেখা অভিজ্ঞতার কথা বিজয় পার্কের স্মৃতির পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

করোনার প্রভাবে সকলে আজ সতর্ক থাকছেন । যাওয়া আসা বন্ধ , মেলামেশা বন্ধ। এইজন্য গেটের আড্ডা ও আজ আর নেই। প্রাণবন্ত আড্ডাটি হঠাৎ যেন থমকে গেল। আরও দুটো গ্রীষ্মকাল শূন্যতায় কাটলো। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা আর আসেন না। নাতি-নাতনিরা ও তাদের সঙ্গ থেকে আপাততঃ বঞ্চিত। আড্ডার মিলনস্থল আজ ধূলোয় ভরা। অনেক স্মৃতির স্বাক্ষী হয়ে আজও সকলের অপেক্ষায়।

জন্ম মুহূর্তে আমরা কোন সহজাত ধারণা নিয়ে আসি না। জন্ম গ্রহণের সময় মানুষের মন থাকে এক টুকরো সাদা কাগজের মতো। যাবতীয় সকল ধারণা তথা জ্ঞানের উৎস হল অভিজ্ঞতা। অবসরপ্রাপ্ত বয়ঃ জ্যেষ্ঠরা হলেন অনেক জ্ঞান ও তথ্যের আভ্যন্তরীণ এবং নিকটতম উৎস। ওঁনাদের সকলের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত দক্ষতা আছে। কেউ সংগীতে , কেউ সাহিত্যে, কেউ বাদ্যযন্ত্র বা কেউ অঙ্কনে পারদর্শী। অতিরিক্ত এই দক্ষতা আজও প্রয়োজনীয় , যা বাল্যকাল থেকেই লেখা পড়ার সাথে সাথেই শেখা উচিত।

উপসংহারে এই কথাটা বারবার মনে হচ্ছে , ওঁদের এই আড্ডাটি কিন্তু নিছক আড্ডা নয়। আড্ডাটি আসলে জ্ঞানের ভান্ডার, যেখান থেকে সঞ্চয় করেছি অনেক মূল্যবান তথ্য , যেগুলো কোনো বইতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব না। তাই মনে হয়, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উচিত ,বাড়ির বড়দের সঙ্গে অল্পস্বল্প আড্ডা দেওয়া। এই আড্ডার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের ভিতর জ্ঞানের বীজ বপন হবে ।সম্ভব হবে সর্বমুখী মানসিক বিকাশের। আমাদের কর্তব্য নতুন প্রজন্ম ও বয়ঃজ্যেষ্ঠদের মধ্যে যোগসূত্র অটুট রাখা।

~ Reshmi Ghosh : “To the world, you are a MOTHER but to your family, you are the WORLD”

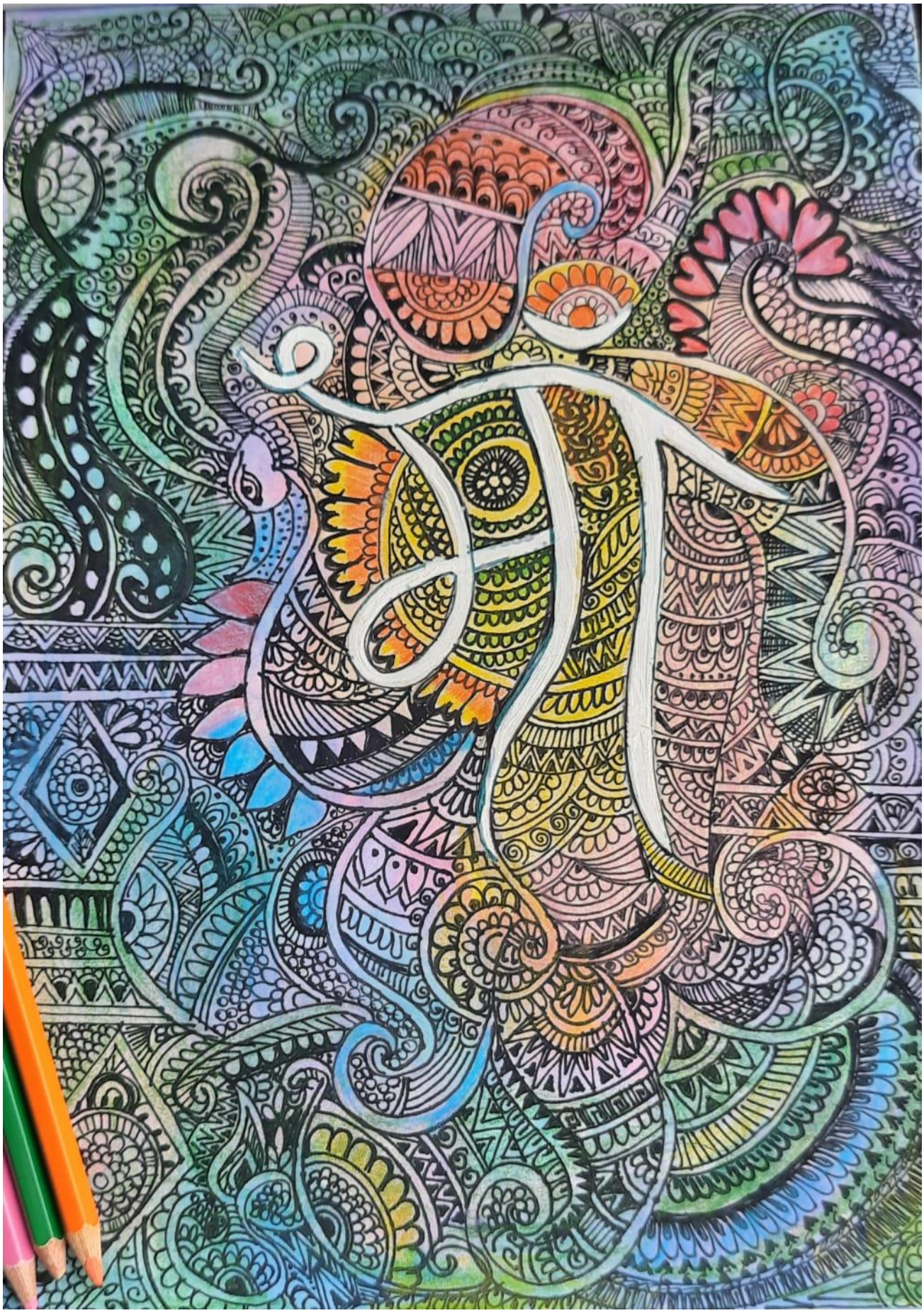

।। শ্রী বিরজু মহারাজ (১৯৩৭-২০২২)।।

~ শিপ্রা দে

শ্রী বিরজু মহারাজ ভারতবর্ষের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। উনি ভারতবর্ষের নাম পৃথিবীর মঞ্চে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছেন। উনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য কলায় পারদর্শী ছিলেন।

ওনার জন্ম ১৯৩৭ সালের ৪ই ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবাংলার হলদিয়া জেলায়। শৈশবে পিতা আচ্ছান মহারাজের নিকট নৃত্য শিক্ষা করেন, কিন্তু দশ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে তিনি শম্ভু মহারাজ ও নন্দু মহারাজের নিকট নৃত্য শিক্ষা করেন। ভারতের বিশিষ্ট শহরগুলিতে বহু সঙ্গীত সম্মেলনে একাধিকবার নৃত্য প্রদর্শন করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি রাশিয়া , পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা , আমেরিকার মত দেশে ভারতীয় নৃত্যকলার ঐতিহ্য প্রচার করেন।

নৃত্য ব্যতীত তবলা, পাখোয়াজ ও ভাওলীনেও সমভাবে দক্ষ ছিলেন। তিনি লখনৌ ঘরানাকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি কত্থক নটবরী নৃত্যের নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। গোবর্ধন লীলা , কুমারসম্ভব , মালতীমাধব প্রভৃতি নৃত্য নাট্য অভিনব সৃষ্টি। ভাব প্রদর্শনে তাঁহার দক্ষতা পূর্বপুরুষগনের ও লখনৌ ঘরানার বৈশিষ্ট প্রমাণ করেন।

Awards

1. 1964- Sangeet Natak Academy Award & National Film Best Choreography
2. 1986- Padma Vibhushan
3. 1987- Kalidas Samman
4. 2002- Lata Mangeshkar Puraskar
5. 2016- Sangeet Natak Academy Award for dance Kattak (Bajirao Mastan)
6. 2019 - Vishwaroopam (Devdas) - Filmfare Award for best choreography
7. India Government gave him Honorary Doctorate.

উনি ১৭ই জানুয়ারি ২০২২ এ দিল্লি শহরে ৮৪ বছর বয়সে পার্থিব শরীর ত্যাগ করে অমৃতলোকে গমন করেন।

।। রত্ন হারা সংগীত জগৎ।।

~ সংযুক্তা ঘোষ মাইতি

বিগত দুবছর ধরে অর্থাৎ ২০২০ সাল থেকে আমরা বিশ্ববাসী চলেছি এক মহাসঙ্কটের মধ্যে দিয়ে। ২০২১ ও আমরা কাটালাম এই সংকটকে সঙ্গে নিয়েই। শুরু হল ২০২২। মনে হল মহাসঙ্কট আমাদের একটু স্বস্তির আশ্বাস দিচ্ছে। কিন্তু না - কোথায় স্বস্তি ? বছরের শুরুতেই যে আমাদের সঙ্গীত জগতে শুরু হল একের পর এক বজ্রপাত। ৬ই ফেব্রুয়ারি ৯২ বছর বয়সে চলে গেলেন সংগীত সম্রাজ্ঞী, কিংবদন্তি শিল্পী কোকিল কণ্ঠী লতা মঙ্গেশকর। এই শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবার আঘাত! ১৫ ই ফেব্রুয়ারি আমাদের সকলকে আবারও শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন আমাদের বিশেষত: বাঙ্গালীদের অতিপ্রিয় শিল্পী গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ৯০ বছর বয়সে। কিন্তু না এখানেই শেষ হল না। আরো আঘাত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওই একই দিনে অর্থাৎ ১৫ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন আর এক প্রতিভাধর শিল্পী - মাত্র ৬৯ বছর বয়সে চলে গেলেন বাপ্পি লাহিড়ী। একের পর এক নক্ষত্র পতনে সংগীত জগৎ বাকরুদ্ধ।

এইসব কিংবদন্তি গুণী শিল্পীদের সম্বন্ধে যতই বলা হোক না কেন মনে হয় কম বলা হল। এঁরা তো স্বমহিমায় উজ্জ্বল এক একজন নক্ষত্র। তবু এই সব কিংবদন্তি গুণী শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত: চিত্তে কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করছে - কথা গুলো হয়তো অনেকেরই জানা।

লতা মঙ্গেশকর - সুর সম্রাজ্ঞী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২৯ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর ইন্দোর শহরে। জন্মগত নাম ছিল হেমা। পরবর্তীকালে আরো কত নামের উপাধি পেয়েছেন - কুইন অফ মেলোডি , নাইটিঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া আরো কত। লতাজির গলার গান যেন মানুষের মনে ঈশ্বরোপলব্ধি এনে দেয়। যাকে বলে তার গলায় ছিল divine touch। তাঁর গান শুনে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম বোধ করতে পারে। তাঁর কণ্ঠ ছিল তাঁর পরিচয়। গুলজার সাহেবের লেখা 'কিনারা'

ছবিতে গাওয়া 'মেরি আওয়াজ হি মেরি পহচান' যেন বর্ণে বর্ণে সত্যি লতাজির ক্ষেত্রে। হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর একবার বলেছিলেন হারমোনিয়াম এর তিনটি সপ্তকের সবকটি পর্দায় তাঁর লতা তাইয়ের গলা অনায়াসে বিচরণ করত।

গান রেকর্ডিং এর ব্যাপারে এতটাই সচেতন থাকতেন যে ছায়াছবির গান রেকর্ড করার আগে জেনে নিতেন কোন অভিনেত্রীর জন্য গান গাইছেন - তার বাচনভঙ্গি / lip movement ওপর অনেকটা নির্ভর করত লতাজীর গান গাওয়া। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব , বিবেকানন্দ এদের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। শরৎচন্দ্রের সব উপন্যাসের মারাঠি অনুবাদ তাঁর পড়া ছিল। একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন মাত্র ১৩ বছর বয়সে বাবাকে হারানোর ফলে সংসারের পুরো দায়িত্ব তার উপর পড়েছিল। রেকর্ডিং এ যেতে ট্রেন থেকে নেমে টাঙ্গা নিতেন না, স্টেশন থেকে হেঁটে স্টুডিও যেতেন ও আসতেন। টাঙ্গার পয়সা বাঁচিয়ে সংসারের জন্য পরের দিনের সবজি কিনে নিয়ে আসতেন।

আজ লতাজির পার্থিব শরীর পঞ্চভূতে বিলীন। কিন্তু তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন প্রতিটি ভারতবাসীর মনে তার অগণিত গানের মাধ্যমে।

।। রত্ন হারা সংগীত জগৎ।। (page 2)

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় - গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় জন্মেছিলেন ১৯৩১ সালের ৪ঠা অক্টোবর , কলকাতায় । ছোটবেলা থেকেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন পন্ডিত এ.টি. কানন, চিন্ময় লাহিড়ী । পরবর্তীকালে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ মুনব্বার আলী খাঁ সাহেবের কাছে । অগণিত বাংলা গানের পাশাপাশি হিন্দি ছবিতেও গান গেয়েছেন ।

হিন্দি ' তারানা' ছবিতে অনিল বিশ্বাসের সুরে লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে দ্বৈতভাবে গিয়েছিলেন ' বোল পাপীহা বোল '। ইংরেজি ভাষায়ও তিনি গান গেয়েছেন । তাঁর নিজের সুরে রেকর্ড করা গান ' ঝরা পাতা ঝড়কে ডাকে ' , 'জলতরঙ্গ বাজে' শ্রোতাদের মন জয় করে নিয়েছিল । শোনা যায় ক্লাসিক্যাল গানের অনুষ্ঠানের পরেই বাংলা ছায়াছবির গান রেকর্ড করতে রাজি হতেন না । নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার সময় নিতেন । এই কারনেই বোধ হয় এঁরা এত বড় মাপের শিল্পী হতে পেরেছেন । সুচিত্রা সেনের জন্যে এত অসংখ্য সুপারহিট গান তিনি গেয়েছেন যে তিনি ভয়েস অফ সুচিত্রা সেন নামে পরিচিতও ছিলেন । ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনিই প্রথম ঢাকায় অনুষ্ঠান করতে যান ।বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্রর (স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) জন্য সমর দাসের সঙ্গে অনেক দেশাত্মবোধক গান রেকর্ড করেছিলেন । ওনার আত্মজীবনী ' ওগো মোর গীতিময়' ।

বাপ্পি লাহিড়ী - বাপ্পি অপরেশ লাহিড়ী জন্মেছিলেন ১৯৬২ সালের ২৭ শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি তে । জন্মের সময় নাম ছিল অলকেশ লাহিড়ী । সংগীত শিল্পী দম্পতি অপরেশ লাহিড়ী ও বাঁশরি লাহিড়ীর সুযোগ্য পুত্র বাপ্পি লাহিড়ীর তিন বছর বয়স থেকেই তবলায় হাতে খড়ি । তাঁর বাজনা শুনে স্বয়ং লতা মঙ্গেশকর তাঁকে পন্ডিত শামতা প্রসাদের কাছে তালিম নিতে বলেন । মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্রথম বাংলা ছবি ' দাদু'র সঙ্গীত নির্দেশক হিসেবে কাজ করেন । তারপর ১৯৭৩ সালে প্রথম হিন্দি ছবি ' নানহা শিকারি '। কিন্তু ১৯৭৫ সালে তাহির হোসেনের 'জখমী ' ছবির গান তাঁকে বলিউডে প্রতিষ্ঠা এনে দেয় । ' ডিস্কো বিট' এর পথিকৃৎ ছিলেন তিনি । একাধারে ছিলেন সংগীত পরিচালক সঙ্গীতশিল্পী ও পারকাসোনিস্ট।

আজ এই মহান কিংবদন্তি শিল্পীরা কালের নিয়মে তাদের পার্থিব শরীর ছেড়ে চলে গেছেন - কিন্তু সত্যি কি তারা চলে গেছেন ? তাঁরা প্রত্যেকে আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন তাদের অসামান্য সঙ্গীতের মাধ্যমে । আমরা বয়ে চলেছি ও আমাদের আগামী প্রজন্মেও বয়ে চলবে এঁদের এই অমর সৃষ্টি ।

~ Sourav Sarkar : A play of Shadows

Memorable incident

~ Ashim Kumar Chatterjee

In one of my visits to Coimbatore probably in the year 1982- 1983, in my return journey after finalising an alloy steel foundry for heavy duty steel casting, I came to Coimbatore airport to catch a flight to Mumbai.

That time Coimbatore airport was not having even proper shed for the travellers (since no of passengers were very less may be hardly 15 / 20"in each flight), only a thachet which was having a shed and chairs for about 15 fliers. Rest was to stand.

I was lucky to get a chair to sit. There was about 40 minutes for the flight. After some times I noticed an short old man neatly dressed with suits and boots. As I was only 33 yrs at that time I lifted my chair and went to offer the same to the old person.

The moment I went close I recognised the man as none other than Field Marshall Sham Manekshaw. I was ashamed that no one from the travellers present at the airport recognised him and offer him assistance.

When I offered my chair he told me God bless you young man, I was in Indian army hence I was trained to adjust under any adverse situation.

However on my insistence he accepted my offer, the chair to sit and advised me to do hard work as life is not easy.

I still remember his advice and never cribbed for any difficulty since then.

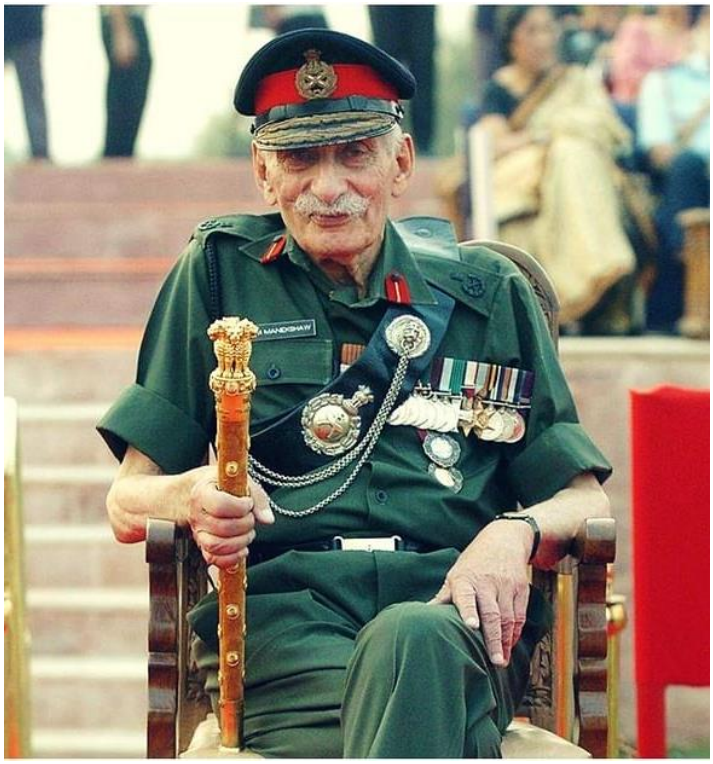

~ Field Marshall Sham Manekshaw

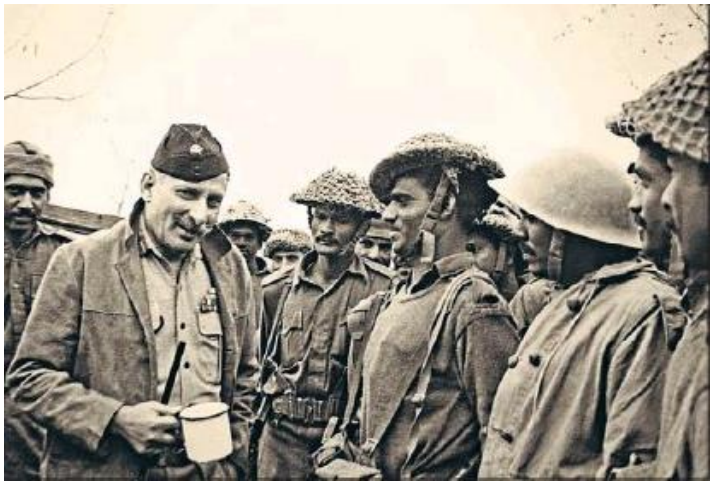

The Unforgettable Bimal Kar

~ Ishita Sengupta

The year 2021 will be remembered as the 'birth centenary' year of the illustrious Bengali, Satyajit Ray. But can we forget that in the same year another famous bengali, who has entertained us, made us laugh and cry with his pen also completed his birth centenary? He is none other than the well known writer Bimal Kar. No Bengali book-lover can ever overlook the humongous creation of this prolific writer.

Bimal Kar was born in Taki in September 1921and spent his childhood in Jabalpore, Hazaribagh, Gomoh and Dhanbad so most of his short stories and novels are set in the background of those places. After being in several professions, he moved to Kolkata and worked as a journalist in various magazines. Dressed mostly in dhuti and panjabi (kurta) Bimal babu is the quintessential bengali bhadrolok. His writings reflect his modern out-look and his lucid style keeps the readers glued to his books.

Bimal babu is a master writer of short stories. Borof Saheber Meye, Janani, Sopan, Amra Teen Premik O Bhuban, are a few to name from the hundreds he has written. The amazing thing is the way he weaves a sensitive story with characters taken mostly from our day-to-day life. Bimal babu's analysis and perception of human characters is what makes them memorable and lifelike. In Borof Saheber Meye the writer skilfully portrays the character of the narrator and his two friends: Biru and Tinu who are apparently chivalrous and keepers of morality while in reality they are selfish and cowards. The subtlety with which he ends his short stories leave a lot of space for the reader's imagination. Take for example the story Aswattha where a mother who has lost her child suddenly finds solace in the aswattha tree which previously she thought to be her enemy or the story Sudhamoy in which the protagonist, born in a wealthy family cannot rest because he doesn't know what he actually wants in life and is in continuous

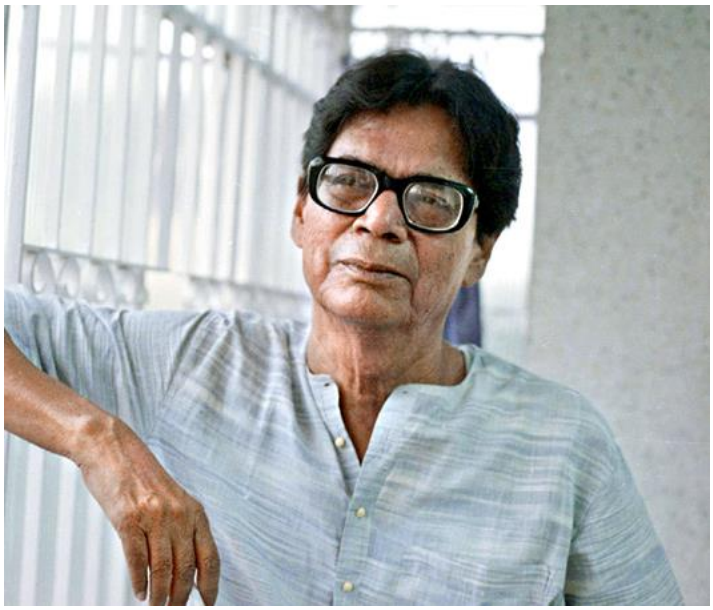

~ Bimal kar

search for mental peace and happiness. All his stories give the readers a scope for drawing their own conclusions. This is probably the writer's way of totally involving the reader in his story.

Many film directors have taken up Bimal Kar's stories and turned them into movies. Who can forget the film Basanta Bilap? This utterly humorous story with the same name has a novel plot and has been turned into a timeless movie by superstars like Soumitro Chatterjee, Aparna Sen, Robi Ghosh, Anup Kumar and the great comedian Chinmoy Ray under the director Dinen Gupta. The apparently hateful relation between a group of boys and a group of girls, living in a hostel, turns hilarious and delectable when the boys secretly vie for the attention of the girls.

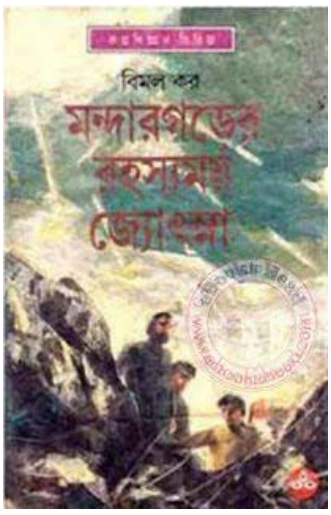

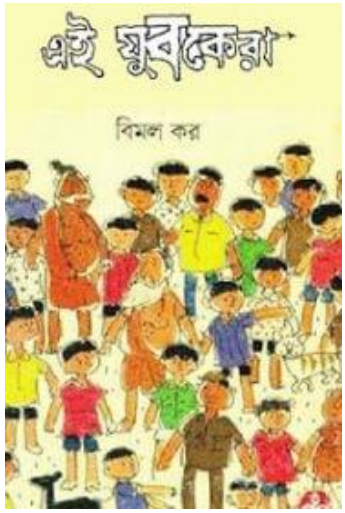

The Unforgettable Bimal Kar (page 2)

Another very successful movie based on Bimal babu's story is Balika Badhu which has been first made in bengali and then in hindi. The sweet love story of a young couple: the demure Rajani and the mischievous but lovable Amal, has made a permanent place in the hearts of Bengalis. In Jadubongsho, another story turned into movie, the writer creates each character with such elan that he is able to convince the reader that nobody is totally evil or bad; there are always some good streaks even in an apparently negative person. Other movies based on his stories are Nayantara, Chhuti and a Hindi movie Dillagi.

Bimal babu's novel Asomoy which has also been turned into a memorable movie needs a special mention. He had received the Sahitya Akademi Award in 1975 for this novel. Asomoy is a social novel with a deep insight into the psychology of the characters. We get a glimpse of Bimal babu's modern, unorthodox outlook through the portrayal of his main character 'Mohini' who refuses to accept her perverted husband and returns to her maternal home. Mohini is strong, reticent, dutiful and caring with her love for Sachi'da flowing in her heart silently. Then there is 'Abin' who is like a storm and breaks the strong walls that Mohini has built around her . All the characters are beautifully contrasted against each other yet so skillfully woven into a sensitive, enticing story

Some of Bimal babu's other novels are Dewal, Khorkuto , Moho, Eh Aboron and Mallika. Apart from this Bimal Kar is a very successful writer of children's literature and has written extensively for children. His character Kikira, a retired magician who solved mysteries with the help of his two assistants, is immensely popular. Detective Victor is another famous character from his books. Bimal babu has left a huge volume of literature for children which is lapped up by young and old. Some of his best known books are Raboner Mukhosh, Ekti Photo Churir Rahasya, Neel Boroner Haar, Aloukik, Bagher Thaba and Phuldani Club.

Bimal babu will always occupy a very special place in Bengali literary world and the fact that his books are so popular even now reaffirms the fact that his creation is timeless.

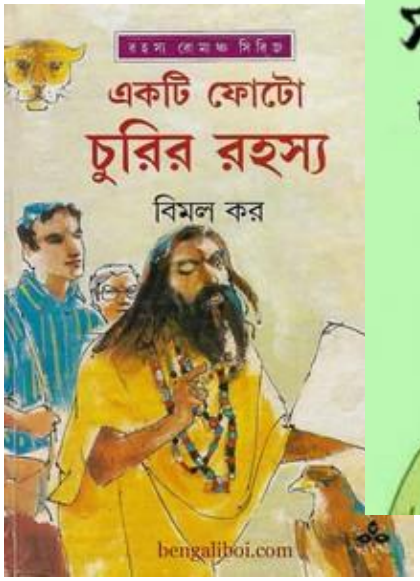

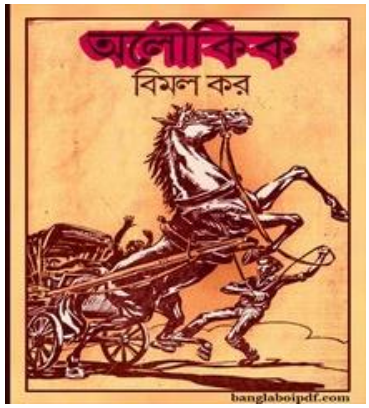

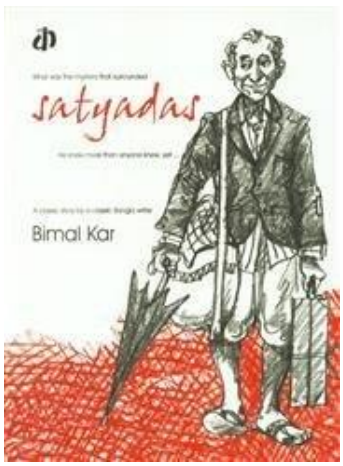

~ Shreya Dutta : This painting depicts a middle aged lady and it portrays how colourful her life is. In general, the painting as a whole portrays that no matter what your age is, life is always full of colours

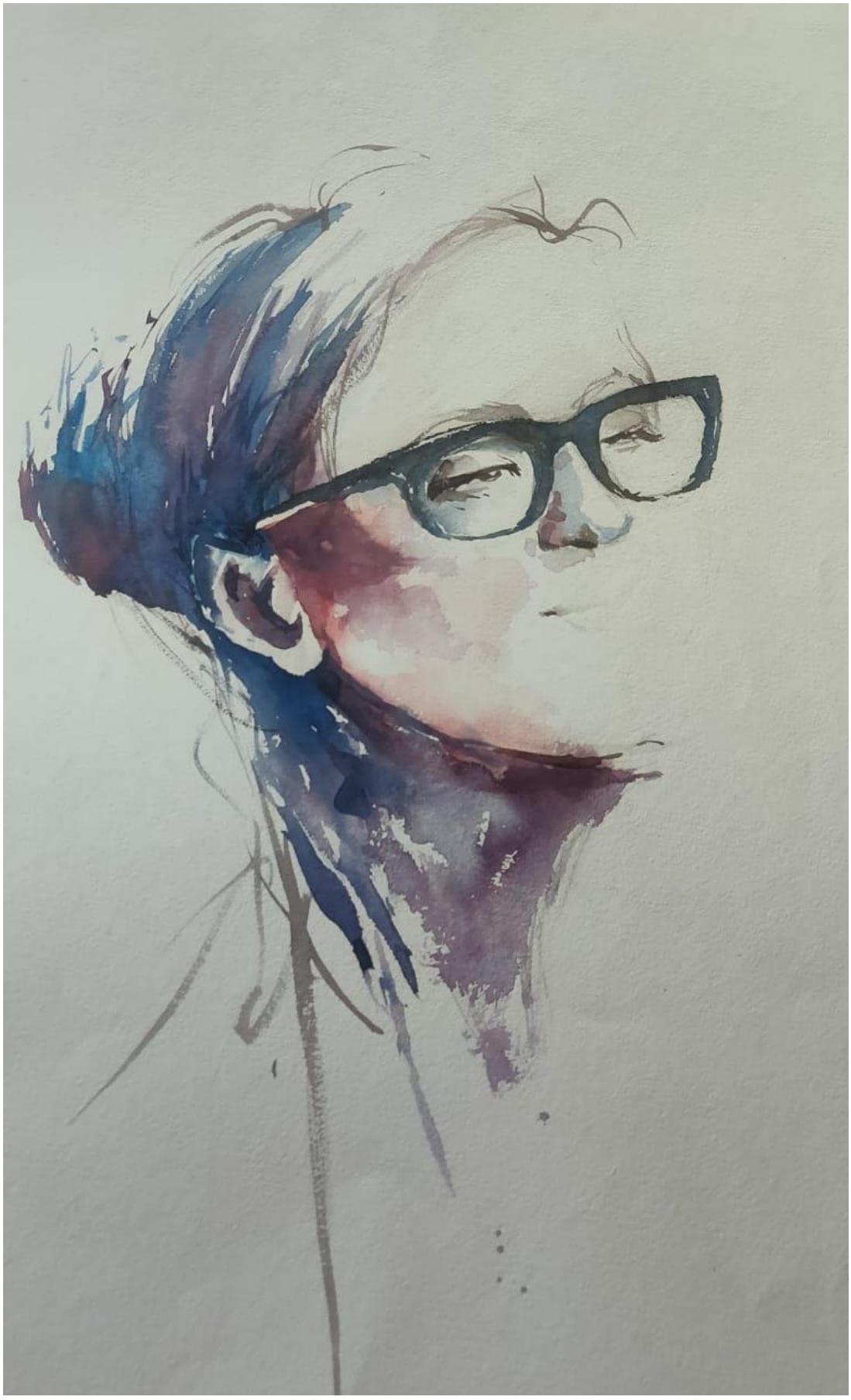

Popular science: The fascinating James Webb telescope

~ Pratyaya Chakrabarti

I must admit that I did not know much about the James Webb telescope. My son, who is interested in astrophysics told me conversationally one day that that the James Webb telescope had been launched.

I looked up the basics – it is the largest, most powerful space telescope ever built. Built as the successor to the Hubble telescope with a $10 billion budget, it is as tall as a 3-story building and as long as a tennis court! Infact, it is so big that it had to fold origami-style to fit inside the rocket to launch it. The telescope has now unfolded, after reaching its final destination in space.

We know from high school science that light travels at the speed of about 3 lakh km/sec and it takes light 8 minutes to reach us from the sun. But the sun is the nearest star and most distances are so far that they take even light, years to travel, Hence distances in space are expressed in light-years.

The Webb telescope is designed to capture the faintest sources of light – from some of the earliest galaxies ever formed! It will give us a glimpse of how the Universe looked about 200 million years ago, just after the Big Bang – the moment when the Universe as we know it was supposedly created. Just think of it, the images that we see today could be of galaxies that don't even exist now!

The reason why the Webb telescope gives a much clearer view of distant galaxies is because – unlike terrestrial telescopes which only detect visible light, space telescopes are able to see through clouds of dust and gases using infrared radiation. It may surprise you to know that the working principle of night vision binoculars & even the humble TV remote is also based on infrared radiation.

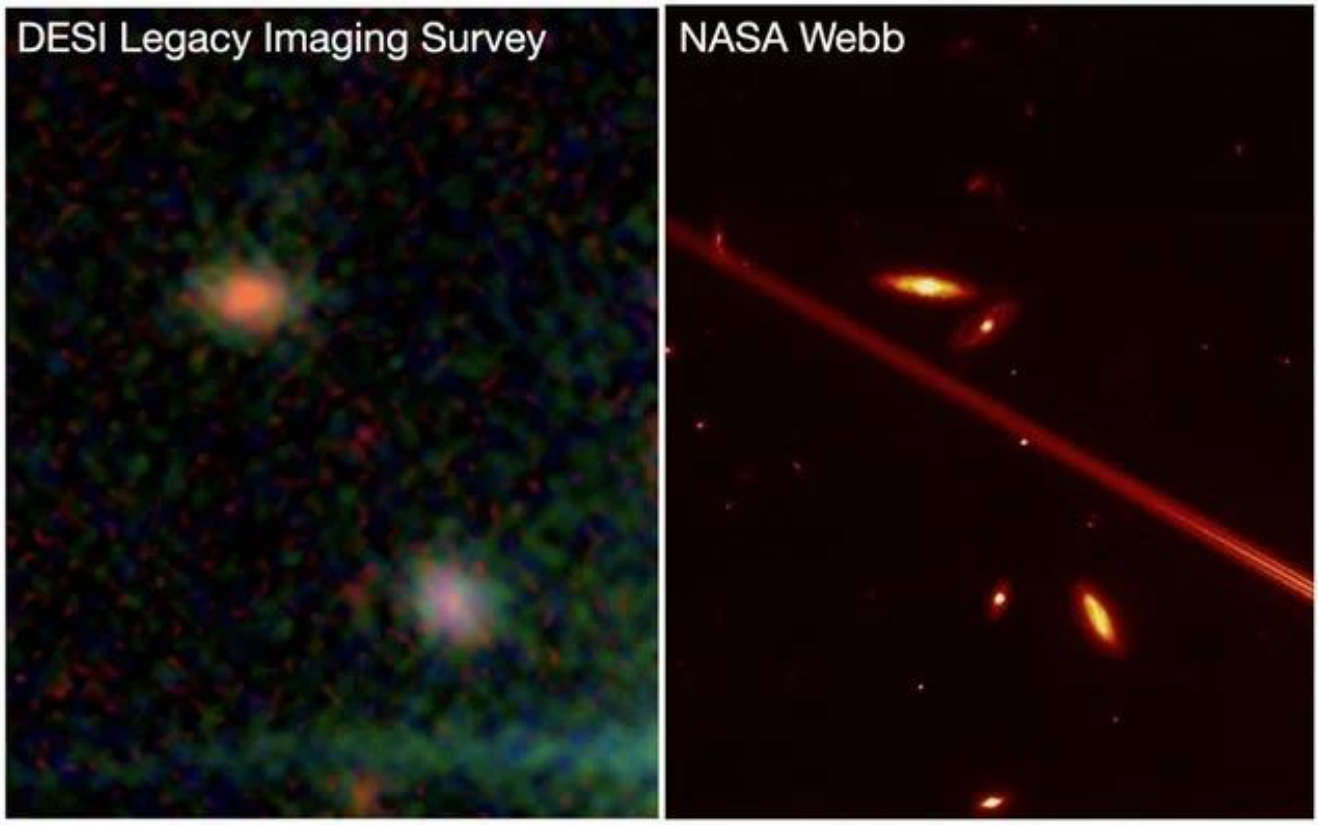

~ Courtesy – NASA: The picture on the left is of a galaxy as seen by a terrestrial telescope, the one on the right is from the Webb telescope.

The fascinating James Webb telescope (page 2)

But of-course there is a difference – let me explain how this works for the space telescope. The technical explanation goes something like this:

A hot, opaque object, like the filament in an incandescent light bulb, emits a **continuous spectrum**, having light of all wavelengths. A hot, dense gas is another example of an object that emits a continuous spectrum. If light from a continuous spectrum passes through a cool, transparent gas we observe dark lines appear in the spectrum. The lines occur where atoms of the gas have absorbed specific wavelengths of light. Hence we call this type of spectrum an **absorption spectrum**. & it becomes the signature of the gas.

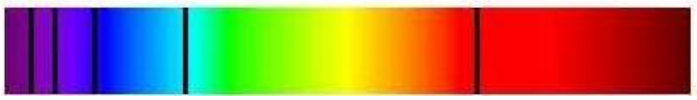

~ The Fraunhoffer Absorption lines for the element Hydrogen

Just imagine a picture above as a rainbow coloured ribbon. For each gas (since we are discussing gases here) some parts of the ribbon is snipped and cut out. This is essentially its absorption spectrum.

The light from the planet passes through its atmosphere before it reaches the telescope. As a result the parts of the ribbon which correspond to the gases present in the atmosphere are sniped out. When this infrared radiation reaches the Webb telescope, it reads the absorption spectrum (of course it is a mixture of different spectra so a lot more complicated – which requires specialised modelling) but essentially it decodes which gases are available in the planet's atmosphere & how much. That helps scientists predict the composition of the planet and its atmosphere. So for example if the level of sulfur dioxide is high – much higher than earth, it would mean that the planet receives acid acid which would make it impossible for life to exist!

Since time immemorial man has wondered whether Earth is the only habitable place in the Universe. By sheer law of probability it seems unlikely. Today it seems like science fiction but did anyone imagine in the nineteenth century that we would actually land man on the moon? Maybe one day we will find the answer to this and the Webb telescope could be one more step to getting there.

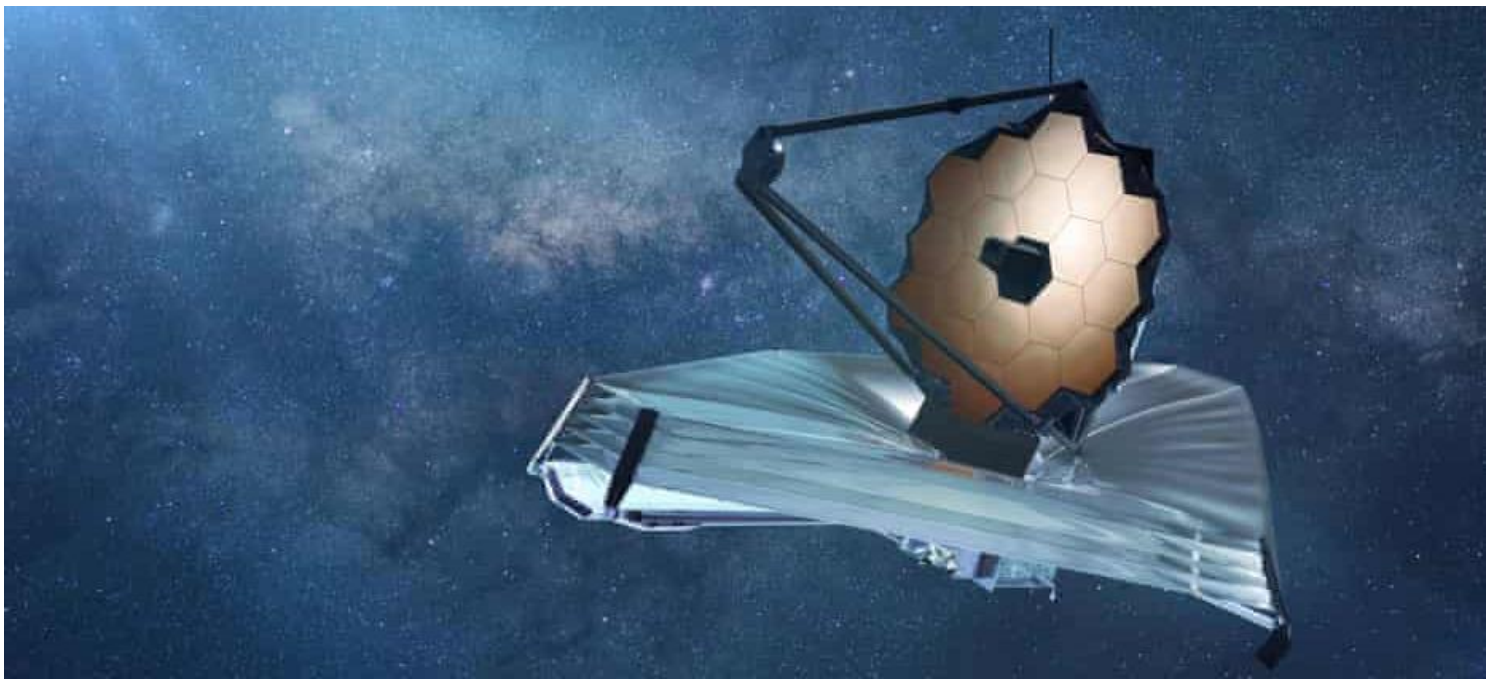

~ James Webb Space Telescope

~ Prarthana Chakrabarti : "Inspired by Studio Ghibli movie"

~ Teesta Sarkar, STD 10 : A fusion of Madhubani & Mandala art

My Philatelic Journey

~ Aniruddha Chatterjee

I was first introduced to a stamp, back in 1984. I was 6 years old. My neighbor, the Late Mrs. Joseph, knew that i was passionate about letters and postcards that i received from my extended family; i would treasure them. One fine day, she called me and handed over a stamp she had cut out from a letter she had received. She suggested that if i was collecting letters, perhaps i would want to collect stamps as well. I looked at the piece of paper in my hand, small and colorful with ridged edges. There was an animal on it. It also had 50c and TANZANIA written on it - i had no clue what those were at the time! It was simply the beauty of that small square piece of paper that enchanted me. That's what got me started on my journey of stamp collection and I entered the wonderful and vast universe of Philately. Today, almost 36 years since that 1st encounter, i continue to be an active collector of stamps, albeit a little more informed and focused but still learning with continued fascination. Be it the most basic tasks of soaking and sorting them or the more laborious jobs involving researching their finer details, the joy that it brings me is endless!

I'm not surprised when i get asked how stamp collecting is alive in this digital day and age. You'll be astonished to know that the prevalence of electronic communication has not deterred collectors from continuing to exchange postcards and letters all over the world. While the advent of social media platforms and the availability of instant electronic communication has helped keep this hobby alive, more awareness and interest needs to be created for this "hobby of kings" to truly survive the test of time.

As a youngster I started with collecting stamps from all over the world. Initially it was through letters and correspondence, sharing between family and friends who also had this hobby and later through my interactions with social media groups, Post Crossing groups etc. My collections , through exchanges and purchases, included Mints, which are stamps in their

original state of issue with full gum on it(if issued with gum), Used stamps cut out from envelopes; Covers (the outside of an envelope, with an address and stamps that have been cancelled (indicating they have been used), etc. I later learnt that Covers are more valuable than stamps cut out from them. This is because every cover has an experience and tells a story. It has a history, like where it came from, how much it travelled. Imagine this, you have a cover either sent or received by someone lesser known at the time it was exchanged but, today either one of the parties has acquired fame, the value of that cover, both sentimental and monetary, elevates and is a prized possession. I built a strong virtual network of collector contacts from all over the globe, some of who became good friends.

My Philatelic Journey (page 2)

Like with any hobby, as Life took over, my focus on Philately took a back seat. College, Work and Family became my prime focus and occupied most of my time. However, i was fortunate that in 2013, I had the opportunity to move to the Philippines. It is here that i was able to rekindle my love for Philately and my collection ramped up. I made regular trips to the Central Post Office in Manila where the kind and helpful Ms. Mimi was always ready to share information regarding New Issues. I joined the Post Crossing Philippines group and the Philippines Stamp Collectors Society on Facebook and i was amazed at the wealth of knowledge available to me and also at the kindness and benevolence of my fellow collectors who were always willing to share their knowledge, experience and warmly welcomed me to any philatelic gatherings and events. I had the chance to visit the World Stamp Exhibition in New York in 2016 where i was fortunate to meet with some of my global collector friends personally and also experience the event of having different countries, dealers and collectors come together to share their philatelic offerings and experiences. I got to further appreciate Postal history and Research. As my knowledge grew i realized how little i knew. The vastness of the Philatelic cosmos both fascinated as well as intimidated me! I realized that, as much as i wanted to know it all, true satisfaction would come only if i focused on a particular area. That's what got me to lean towards to Postmarks collection. I now maintained my focus on collecting postmarks of towns across the Philippines.

A Postmark is an official mark (usually circular) on any postal mailing item (for e.g. a parcel, an envelope or a postcard) usually showing the date and place of mailing (and in some cases time as well). They were used for mailing even before postage stamps were introduced

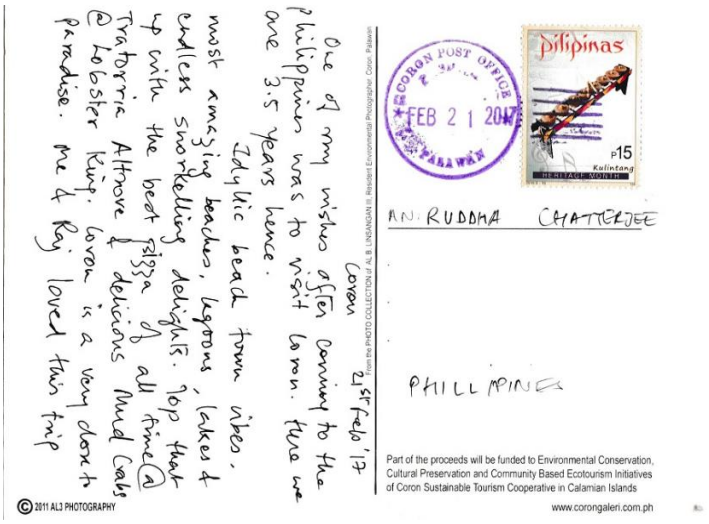

Postmarks may also show when and where the item was received or in transit. These days, they are also used to "cancel" the stamps rendering the latter invalid for further payment of postage. If a postmark is applied anywhere else on a cover and not directly on the stamp, it is not a" cancellation". So the terms post mark and cancellations, though not necessarily the same thing, are used interchangeably in modern times, depending on how the postmark is used.

When i travelled to any town in the Philippines, on vacation, I prepared my covers and postcards and i tried to visit as many post offices in the vicinity as i could to have those postmarked and cancelled. In so many instances finding the post offices was an adventure in itself. I've been lost and found and in the midst of all that I have had numerous brief interactions with so many strangers who guided me to my destination. I am very grateful to them. The staff at the post offices would be surprised but they were ever willing to accommodate me

My Philatelic Journey (page 3)

and often we would have very engaging conversations ranging from the specifics of my collection and extending to culture and tradition, and then the most common binding factor - the love of food. While i thoroughly enjoyed this, i knew that vacations have their own limitations - there are only so many that i could take and even if i was on one, post offices could be closed; other engagements could come in the way, so, really, i was constrained. Again, it was my friends who helped me out here. Whenever any of my colleagues or friends visited their provinces they sent me covers or postcards with clear postmarks of their town's post office. Today, I have a collection of 200 post marks (and running) from across towns in the Philippines, thanks to all these wonderful people who made it possible. Had the pandemic not hit us, i am sure that with all the help that i have had, the number would have doubled or more!

As I look at my collection, i don't merely see the stamps, the postmark on the cover or the postcard. It's my experience of those moments and the associated memories that i am able to relive- the joy in the exchange, the call from my friend and “super kartero” Joel who brings me my mail every week, the travel to the post office and shaking the hands of the post master after a pleasant conversation, the pleasure of getting to stamp the postmark myself, the thought of my friends taking time off from their schedules and visiting a post office in their hometowns or during their vacation, to send me a cover with a clear postmark , the joy that my friends and family and even the driver of our vehicle have felt for me on discovering a surprise post office en-route a road trip to another town; the gratitude i have felt when a stranger has walked with me to get me to my intended destination and the opportunity all this has given me to learn about the Filipino people, the

language, culture and history of this loving land and to make so many friends for life!

This is what my love for Philately has given me in return and i will be forever grateful.

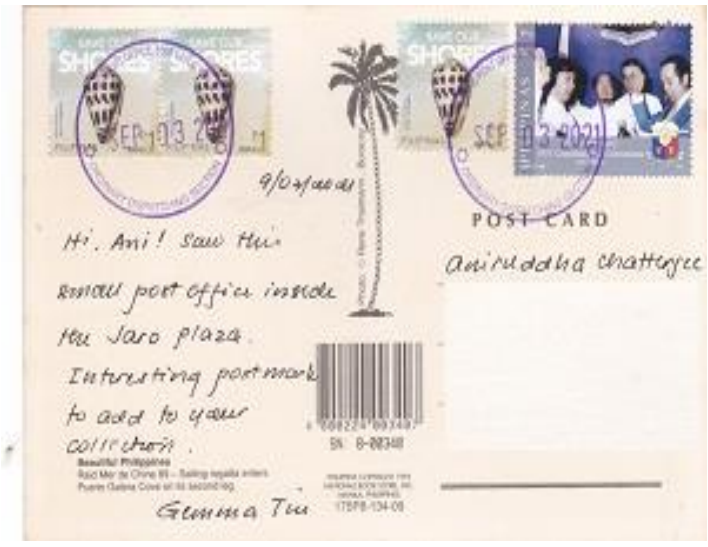

~ Swati Paul :

Pichwai Srinathji:- Pichwai is a devotional painting which is dedicated to Lord Krishna. Lord Krishna is a symbol of love , peace and affection. This piece of art is called 'Mukharbind' mukh means face and bind means the decoration. I have fusion it with Mandala art form to showcase the beauty of Lord Srinathji.

My Visit to Kanha Kisli

~ Ronen Ghosh, STD 3

Hello, I am Ronen Ghosh studying in Grade 3 Euro school, Thane.

Today I am going to share my experience with you about my recent visit to Kanha National Park, in Madhya Pradesh.

It was 5th December 2021, Sunday, when we started our journey. All my family members including my grandparents were part of this exciting trip.

We started our journey at around 10 in the morning from Jabalpur. For the journey my father had booked Innova SUV. I and my bother were very excited for the jungle safari. As we travelled, we saw beautiful vegetation on either side of the highway. We stopped for lunch at MPTDC Resort Mandla and continued our journey again. Total it took us 5 hours from Jabalpur to reach Kanha. Finally we reached Kanha at around 3 o clock in the afternoon. We stayed at Tiger Resort situated near Kanha National Park. It was a very beautiful resort and we had booked 2 rooms in that resort. We took some rest and then I and my brother took a stroll in entire resort campus. It was very cold so my father decided to have a bonfire at night. The hotel staff helped us with a beautiful bonfire near our room. We had our dinner and enjoyed. I even danced.

As we had a early morning safari so all of us slept early. In the morning around 4.30 am we woke up and got ready. Our safari jeep came around 5.30 am and we started our exciting journey. We had booked a guide with the jeep so that we can get a better idea about the jungle. The national park opened the gates at 6.00 in the morning and we entered the vast jungle. It was so exciting to see such a beautiful jungle surrounded by trees and waterbodies.

We saw many animals like monkeys, bear, sambhar, deer, barasingha, blackbuck, birds like peacock and owls and so many other colourful birds. It was so exciting ..then our jeep was taken to deep in jungle so that we can see a tiger. We traveled a lot but could not see a tiger. Then we took some rest inside a jungle canteen had some food and water and bought some souvenirs for ourselves and my friends. We left the jungle after that and reached our resort. After coming back from safari we took rest had our lunch and headed towards Jabalpur. It was a wonderful experience for me and my family and I look forward to visit Kanha again soon…

~ Indraneel Ghosh :
"digital art of Fox logo"

~ Udish Dhar : "Rainforest beauty: The Scarlet Macaw (scientific name Ara Macao)"

~ Sawinee Mukherjee, STD 3

Gujarat Trip

~ Ashis Kumar Sarkar

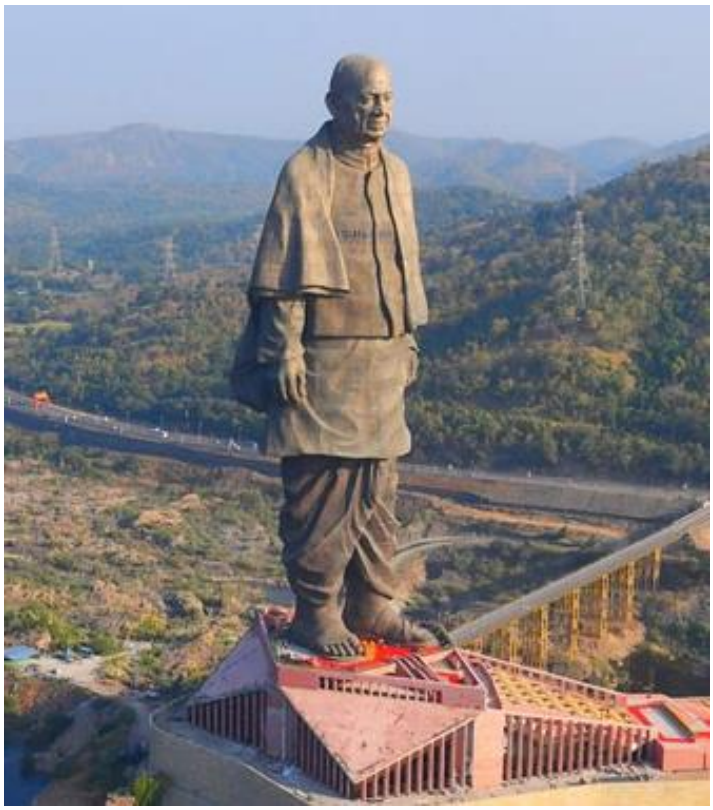

We travelled the Kutch region of Gujarat in our Fortuner car from 12th to 24th February ;13D/12N, comprising of 3000 plus kms.

Me my wife Debjani, Samir Dhar (our NBC Ex-President) and his wife Mala Boudi were the travelers.

Earlier we had planned a trip only to Rann of Kutch, but didn't want to miss out on other areas of Kutch and Gujarat, so the trip became bigger and finally we decided for the Road trip.

This was our first Road travel in India, we travelled in the US where road conditions are better, so we were a bit apprehensive in the beginning, however as the days unfolded, it was game, most of the journey was done in the day time in the National and State Highways, which were Tolled Road and conditions were good barring a few.

We started on the 12th of Feb at 8:45 AM from our residence.

Our first destination was the "Statue of Unity" in Kevadia. Distance from Thane was 420 kms.

We reached our hotel 4.15 pm. We had lunch and bio breaks enroute, however lost almost an hour in search of a good restaurant as there were hardly any on the State Highway. We freshened up and went out to the Statue of Unity (SOU). It was about 6 kms from our hotel. The whole area called Ekta Nagar is beautifully developed into a tourist spot. In order to avoid Traffic near the statue, personal cars are allowed only up to to a certain point where you can park your vehicle for the entire day with parking charges of Rs.50/- only. At this Parking Lot free pick-up AC Buses are there to drop you at SOU. From SOU Bus Terminus, buses for all other tourist spots in and around are available.

One should buy online ticket for SOU. There are different slots available. We had bought Express tickets and for slot 4-6 pm for the next day as we were not very sure that we could reach in time on the travel day as well as it could be hectic and tiresome. Anyways, after parking our car we got into the bus and reached SOU Bus Terminus. We took few snaps of the Statue from a distance and then took another bus to Glow Garden.

This is a garden of lights of various colours and shapes. In the evening with the cool breeze of Narmada River and colorful lighting on Narmada Dam at one side, SOU was enjoyable. There is a separate online ticket of Rs.100/- for the Glow Garden.

Next day after breakfast we checked in another hotel, 'BRG Budget stay hotel 'inside Ekta Nagar. We could not get two nights in BRG as it was fully booked. We took the bus for Narmada Dam from SOU Bus Terminus. There is steep hill to climb up to the spot. From the spot we saw the dry side of the dam, other side water can be seen.

We came back to SOU bus terminus and took another bus to Flower valley which is adjoining the Glow Garden. There were various flowers and other plants, with cool shades to rest. It was pretty colorful and beautifully laid out. The place is also developed for Jungle Safari, Nutrition Garden etc. for children.

Gujarat Trip (page 2)

We came back to SOU bus terminus. We could not go to Cactus Garden, Butterfly Garden and Boat Cruise as we didn't have sufficient time.

We walked down to SOU as our timing was 4-6 pm slot. The securities allow entry only half an hour before your schedule slot. From the entry gate to SOU, is more than 500 mtrs walk, however provision of automated walkways was there. At the base of SOU, there is a museum with multiple statues of Sardar Patel, an auditorium where continuous shows of Sardar's life were projected in 3 languages i.e., Hindi, English and Gujrati. There are two high speed elevators from the base to take tourists to 153 mtrs height inside the statue. Since we had express tickets, we could avoid the queue. This is now the tallest statue in the world, 182 mtrs. It's a proud feeling that its engineering and erection was done indigenously by L & T in a short span of 46 months. We came down and again went up from outside of the base to the foot of the statue. There were many escalators as well as stair cases to go up. The view of the river and hills were really good.

Inside SOU, near the exit, was a Restaurant building where we had heavy snacks and coffee. Beside the Restaurant building there were benches laid out in the open air from where you can see the laser show which starts at 6.45 pm for 20 mins. The show is an audio visual on the statue itself on the life of Sardar Vallav Bhai Patel. It's really worth watching. A feeling of patriotism and camaraderie automatically comes while watching this show. After the show we came back to SOU bus terminus and then to parking place and hotel. It was a memorable visit to SOU.

Next day i.e., on 14th after breakfast we started for Ahmedabad. Since Kutch is more than 1000 kms from Thane we had to break our journey. Ahmedabad is a heritage city; a lot of ancient monuments are there. We could only see Adalaj step-well on that day. Traffic in Ahmedabad was very bad. It was very difficult to drive our Fortuner in those congested roads. We planned to see the other heritage places while returning from Kutch.

On 15th Feb we started for Bhuj in the morning. It was more than 300 kms from Ahmedabad. The highways

were really good to drive. On the way we saw two places. Virangan temple and Dhrangadhra palace. But we could not enter the palace as it is not open for public. We reached our hotel in Bhuj around 4 pm.

Rann of Kutch is around 90 kms from our hotel. We started early as we had to visit few more places on the way. Prag Mahal, Aina Mahal and Dholavira were our targets. Prag Mahal is built of Italian marble and sand stone, A few Bollywood films like 'Lagaan' and 'Hum Dil Chuke Sanam' were filmed here in its Durbal Hall and the exteriors. Due to paucity of time, we could not visit Aina Mahal, which was adjacent to it.

Dholavira is 131 kms from our hotel, it's an off-shoot of our route. It was really an adventures trip to Dholavira thru the under-construction road of 32 kms in the shallow sea salt pan. The road on both sides had white salt which reflects the sunrays of different colours. We stopped on the earthen road two three times to take snaps. The white Rann on both sides meeting the blue skyline is a once in a lifetime drive. Dholavira is an archaeological site, where the Indus valley civilization and Harrapan city were located. The Tropic of Cancer passes thru it. Debjani was super excited to see the entire site from the hillock and went alone to capture the remains of Harrapan city.

Gujarat Trip (page 3)

From Dholavira we drove straight to Rann of Kutch and reached there around 4 pm. We booked the tent in advance on 16th and 17th Feb 2022 in the Tent City. 16th Feb was full moon day hence charges were more than normal. We had to leave our car outside of the Tent City main gate. Our luggage was brought to the tent by separate van. After entering through the main gate, there was a reception counter, where they assign your tent number. We were assigned G-type tents. Anyways, tent was OK, it was Deluxe category. The most surprising part was that there was no provision of locking on any tent, just pull the zip. All our valuables including laptop, we kept in the tent. They cleaned the tent in our absence but nothing was missing. There was a tent coordinator, who, on our arrival self-introduced to us and gave his mobile number for any assistance. There were around 50 or more tents in circular form in our G Cluster. There were several other clusters of various tent categories… called A B C D E. with different amenities, and so on. Every cluster in the centre had big dais where live performances were happening 24x7. There are two dining halls, food was same but depending on the geographical location of the tent dining hall is assigned. Only vegetarian food is served. Breakfast, Lunch, Evening snacks and Dinner all are buffet system. Food quality and variety was satisfactory. Inside the campus there were free electric auto service. In every junction there were tent employee with walky-talky to help you, besides your tent coordinator was a phone call away. Everything was very well managed.

We had snacks and then got into the Bus for witnessing the Sunset at the Rann of Kutch. Bus coordinator gave some important tips in the bus. Rann was around 4-5 kms from Tent City. We reached there by 5.45 pm. We had complementary camel cart ride around 200 mtrs after the bus drop in the salt pan. We already had the experience of salt pan while going to Dholavira, here it was similar. At some places the ground was very soft, our foot was sticking inside the salt & mud. Debjani and me went further inside the salt pan around 600-700 mtrs along with other tourists, Dharda and Mala boudi could not come so deep. It was a beautiful Sunset on the desert line. We took many snaps of sun set. Around 7.45 pm we came back to our tents.

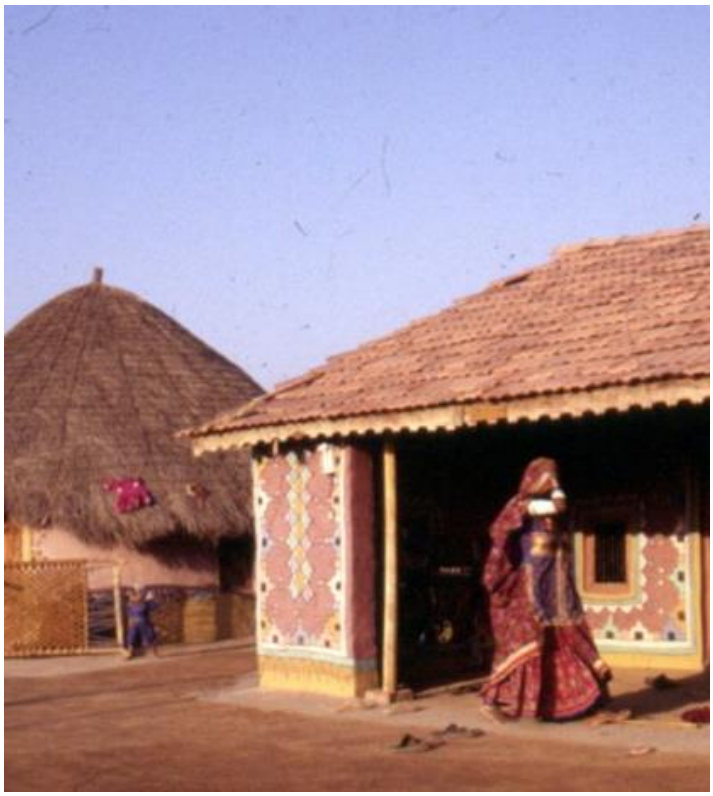

After diner around 11.45 pm we came back again to Rann to see the full moon. The salt by that time was harder than afternoon. We went inside around 400 mtrs, all such experience is once in a lifetime. People said at least 2 kms inside the Rann we could see the actual White sand beauty. But we didn't find anyone going beyond 600 mtrs or so. My advice is don't book on full moon day if you are not going sufficiently inside the Rann and pay extra amount.

Next day afternoon, we went to Kaladungar, 46 kms from Tent City, in the Tent city bus, this was in the package. On the way they gave a halt in a handicraft village called 'Gandhi Nu gaon' where colorful Bed covers, Rajai, Dress materials, Scarf Handbags etc. were on display made by locals. We purchased Rajai. Kaladungar is a hill, our bus went up to a point and from there, separate jeep took us to the top of the hill. It's a real beautiful scene to watch from the top of the hill. The whole desert 360 deg view was available to us. Through binocular Pakistan's border and BSF Camp were visible. We were there till Sunset.

There were shopping areas in the Tent city near the main gate as well as just outside. Lot of bargaining is to be done before you buy.

Gujarat Trip (page 4)

On 18th Feb after breakfast, we started for Mundra around 9.30 am. On the way we visited Mata nu Madh temple, Lakhpat Gurdwara, Narayan Sarovar and Koteswar temple. The road between Rann and Mata nu Madh was very bad. The Koteswar temple is a Shiva temple built on a small hillock on the bank of Narayan Sarovar. From the temple floor was a beautiful view of Narayan Sarovar. Good breeze, blue water, and the temple architecture was mesmerizing.

While entering Mundra our club member Sanjivan Ghosh of Hide Park accompanied us to Mundra Town ship. Actually, he was the man who had invited me for a long time to come and see Rann of Kutch. He guided and planned our trip. We all along with Sanjivanda and Rajshri Boudi visited London House, Vijay Vilas Palace and Mandvi beach. Vijay Vilas Palace is a small but beautiful palace. We stayed 3 nights in Mundra, visited the marvelous township of Adani, Adani's Port, Power Plants, Solar cell plant and airport. It's a nice place beautifully planned. Sanjivanda and Rajshree Boudi's hospitality were beyond our expectation.

On 21st Feb we started our return journey from Mundra. We halted two nights at Ahmedabad to see the other monuments of Ahmedabad. Next day we hired an Innova for whole day and visited Sabarmati Ashram, Rani ka Vav and Modera Sun Temple which are 135 kms from our hotel. Modera sun temple is a historical site, this the 2nd Sun temple in India after Konark. The temple is built by the Chalukya kings to honor the Surya dev. From Modera we went to Rani ki Vav stepwell. This stepwell is the biggest stepwell found out in nineteen eighties by Archeological Survey of India. It's really a grand stepwell much bigger and better sculptures than Adalaj. It's worth to visit these two places.

On 23rd Feb after breakfast, we drove to Vadodara and reached around 3:30 PM. Laxmi Vilas Palace was on our itinerary. We were spell bound by its grandeur. This is the largest palace single abode residence in India made by the Gaikwad rulers of Baroda, and almost 4 times the size of Buckingham palace. It had a guided audio tour with head phones. We also visited Mangla market and Sur Sagar Lake which are not so worth.

On 24th Feb we started for Thane and reached by 4.50 pm. It was a wonderful trip to remember for life.

A few tips before making a Road Trip,

• It is very important that we must be like minded and agree with others proposal.

• We should be willing to take risks and be prepared for things not going as per plan.

• We should be healthy as much as possible. I was little afraid of anybody falling sick during this trip, touch wood nothing happened. We reached home safely as scheduled.

I must congratulate our Dharda and Mala boudi for their stamina and will power at this age. I don't think I shall have such energy and will power at 80 years of age. Dhar da is really amazing, he walked down to each tourist location, climbed up stair cases of more than 50 steps at ease. Mala boudi could not do so but accompanied us up to a certain level. My wife, Debjani was also very energetic, in fact she was more excited and enthusiastic than all of us. Debjani didn't care the scorching sun even without sunglasses or hat. Debjani was our accountant throughout the tour and google assistant. I salute all of them for making this trip successful. And last but not the least is my patience and love for driving.

Thank You

Team Setubandhan

Editorial Team

Anup Banerjee

Ashim Kumar Chatterjee

Gargi Dev

Ishita Sengupta

Mousumi Mukherjee

Pratyaya Chakrabarti

Purnendu Khan

Sourav Sarkar

New Bengal Club, Thane

201, Regal Plaza Shopping Complex,

Lok Puram, Thane (West) 400 610,

Maharashtra, India

www.newbengalclub.in

www.facebook.com/newbengalclub

twitter.com/newbengalclub

www.instagram.com/newbengalclub

www.youtube.com/newbengalclub